চারি শত সাহেব লোক ও পঞ্চাশ জন রাজা ও পঞ্চাশ জন নবাব ও ভাগ্যবান ওমরা ও জমীদার বিশ হাজার ও নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পঞ্চাশ হাজার ও দণ্ডী ব্রহ্মচারি বাণপ্রস্থ ইত্যাদি বিশ হাজার রামাত ও ফকীর আকড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার ও নানকশাহী ও কবিরশাহী রামগুলেলা শাঁই ফকীরপ্রভৃতি দশ হাজার হইবেক ও নানাপ্রকার ব্যবসায়ী লোক চারি পাঁচ হাজার ও অশ্বব্যবসায়ী দশ হাজার অশ্ব পঞ্চাশ হাজার ও বলদ গরু পাঁচ হাজার হস্তী দুই শত ইতর জন্তু বকরী ও ভেড়া ও মহিষ ও কুক্কুর বিড়ালপ্রভৃতি পাঁচ শত ও নানাপ্রকার পক্ষী অনুমান বিশ হাজার এবং নাচ গীত বাদ্যোদ্যম নানা স্থানে নানাস্বরে নানা যন্ত্রে বিবিধ প্রকার হইয়াছিল। এই বৎসর অশ্ব অতিসুলভ এবং শওদাগরী ঘোড়া অত্যল্প বিক্রয় হইয়াছে।

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ২৭ মাঘ ১২২৯)

নূতন ঘাট॥—মোকাম বল্লভপুরে রাধবল্লভ ঠাকুরের পুরাতন মন্দিরের নিকট পুরাতন এক ঘাট বাঁধা ছিল সে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার গৌর সেটের স্ত্রী বিধবা শ্রীমতী টুহুমণী সেই ভগ্ন ঘাটের নিকট দক্ষিণে অতিউত্তম এক ঘাট বান্ধিয়াছেন সে ঘাট দীর্ঘে ও প্রস্থে বড় এবং শক্ত ও সুদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই ঘাটে উপযুক্তমত দ্বাদশ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।

(১ অক্টোবর ১৮২৫। ১৭ আশ্বিন ১২৩২)

শ্রীক্ষেত্রে॥—...সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের পরিচারক যত লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহারা যে যে কর্ম্ম করে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি এবং আমরা ভরসা করি যে পাঠকবর্গ অবশ্য মনোযোগপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবেন যেহেতুক অনেকে ইহা জ্ঞাত নহেন।

১ মুদিরথ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি জগন্নাথ মহাপ্রভুর বাড়ে রাজার পক্ষ হইয়া আরতি ও বান্দাপনা অর্থাৎ অর্চনা এবং ভোগ উৎসর্গ করেন।

২ রসুয়া পাণ্ডা তিন জন। ইহারা হোম করিয়া সূর্য্যপূজা ও দ্বারপালপূজা পূর্ব্বক মহাপ্রভুর তিন বাড়ে ত্রিকালীন পূজার ভোগ দেন এবং বড় সিংহার অর্থাৎ মধ্যরাত্রে যে বেশ হয় সেই সময় পর্য্যন্ত পূজা করেন।

৩ তিন জন পশুপালক॥ ইহারা অবকাশপূজা করে অর্থাৎ নিয়মিত পূজানন্তর যখন অবকাশ পায় তখন পূজা করে এবং রত্ন সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক তিন পূজার সময় কাপড় পরাইয়া বেশ করাইয়া দেয়।

৪ ভীতবাহ। ইহারা যষ্টি ধারণপূর্ব্বক অনিবেদিত ভোগের সঙ্গে২ যায় সওয়ার অর্থাৎ ভোগবাহকেরদিগকে এককালে গোলমাল করিয়া যাইতে দেয় না যদি ভোগ মারা যায় তবে পূজারী পাণ্ডাকে উঠাইয়া আনে।

৫ তলাহপরিছা। ইহারা সম্মুখের দ্বার বন্দ করে যদি ইহারা না থাকে তবে ভীতবাহ দ্বার বন্দ করিয়া খাড়া থাকে।

৬ পতিমহাপাত্র। ইহারা প্রতি দ্বাদশ যাত্রায় মধ্যরাত্রে অর্চনা করে ও সুদ বসনকে বহন করে এবং স্নানযাত্রার পর নীলাদ্রিবীজনামক স্থানপর্য্যন্ত অর্চনা করে ও অনসর অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর কএক দিবস ঠাকুর পীড়িত থাকেন সে কএক দিবস পূজা করে।

৭ পবিত্রবড়ু। এই ব্যক্তি পূজার সময় উপচার সাজাইয়া দেয় ও পাণ্ডারদিগকে ডাকে।

৮ গরাবড়ু। এই ব্যক্তি পূজার সময় সম্মুখে দাঁড়াইয়া পশুপালক পাণ্ডারদিগকে জল দেয়।

৯ খুটীয়া। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর মই নামক পশুপালক অর্থাৎ যাহারা প্রত্যুষে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করে তাহারদিগকে ডাকে এবং বেশের সময় বস্ত্র ও সত্তামালা যোগাইয়া দেয় ও শ্রী অঙ্গের চৌকী থাকে।

১০ পানিয়ামেকাপ। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর অলঙ্কার পশুপালকেরদিগকে দেয় এবং দ্বার বন্ধ হইলে তাবৎ অলঙ্কার গণিয়া রাখে। যাত্রি লোক দ্রব্য দিলে পরিছা লোকের দ্বারা গণনা করিয়া দেয়।

১১ চান্দড়ামেকাপ। মহাপ্রভুর বেশের সময় বস্ত্র বাড়াইয়া দেয় ও গণিয়া রাখে যাত্রিরা কাপড় দিলে একবার পরাইয়া গণিয়া রাখে।

১২ ভাণ্ডারমেকাপ। অলঙ্কার ও বস্ত্র রাখে পানিয়ামেকাপ অলঙ্কার খুলিবার সময় গণিয়া রাখে যাত্রিলোক অলঙ্কার দিলে একবার পরাইয়া ইহার জিম্মায় রাখে।

১৩ সওয়ার বড়ু। এই ব্যক্তি ভিতরের স্থান মার্জ্জনা করিয়া ভোগের বড় থাল দেয় এবং মহাপ্রভুর মইনাকের পশুপালকেরদিগকে কাষ্ঠের আসন দেয় ও নির্ম্মাল্য রাখিয়া সেবকেরদিগকে দেয়।

১৪ পরীক্ষবড়ু। পূজার সময় দর্পণ লইয়া দণ্ডায়মান থাকে। অখণ্ড মেকাপ প্রদীপে তৈল দেয় ও প্রদীপ সকল উঠাইয়া রাখে। পড়িচারী সম্মুখদ্বারে চৌকী থাকে। ডাবখাট। শয্যা নীচে দেয়। দক্ষিণ দ্বারের পড়িচারী ভোগ ডাকিয়া যায় বড় দ্বারের পড়িচারী ভোগ জাগিয়া থাকে ও মহাপ্রভু বাহির হইলে অবগলি নামে সুগন্ধিকাষ্ঠ বাহির করে। জয় বিজয় দ্বারের পড়িচারী ভোগ মণ্ডপের চৌকী থাকে এবং ভোগের সময় কাহাকেও ছাড়ে না।

১৫ খড়্গনায়ক। পূজা সমাপ্তা হইলে পানের বিড়িয়া লইয়া পাণ্ডাকে দেয় ও নিবেদন করায়। চতুর্দ্ধ্ম নাগির সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে কেবল চন্দন বস্ত্রাদি দ্বারা যে বেশ হয় তৎকালে আপনি বিড়িয়া লইয়া নিবেদন করে।

১৬ খাটশয্যা মেকাপ। খাট শয্যা সম্মুখে পাতিয়া দেয় ও পুনর্ব্বার আনিয়া ভাণ্ডারে রাখে। আস্তান পড়্যারি অবকাশ বল্লভভোগ সময়ে পূজার পরিচর্য্যা করে।

১৭ মুখপাখল পড়্যারি। অবকাশ সময়ে সুবাসিত জল ও দন্তকাষ্ঠ দেয়।

১৮ সওয়ার কোট। ভোগের পিঠা সিদ্ধ করিয়া মহাসওয়ারের জিম্মা করিয়া দেয়।

১৯ মহাসওয়ার। প্রথম পিঠার ছেক সম্মুখে আনিয়া রাখে। গোপালবল্লভ পরিবেশন করে।

২০ ভাতিবড়ু। থালে করিয়া খেচরী ও অন্ন ব্যঞ্জন ও পাখাল অন্নের চারি ভোগ সম্মুখে লইয়া রাখে।

২১ রোসপাইব। রন্ধনশালায় প্রদীপ জ্বালায় এবং সওয়ারেরদের অশৌচ হইলে বাহির করিয়া দেয় এবং কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের মধ্যে২ চৌকী দিয়া জয় বিজয় দ্বার ছাড়াইয়া দেয়।

২২ বিরিবহা সওয়ার। সমর্থার নিকট হইতে বাটা বিড়ি লইয়া সওয়ারেরদের জিম্মা করিয়া দেয়।

২৩ ধোয়া পাখালিয়া ব্রাহ্মণ। রন্ধএর স্থান ধোয়া পাকলা করে।

২৪ অঙ্গারবহা ব্রাহ্মণ। সকল উনানহইতে অঙ্গার বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়।

২৫ দয়িতা সম্বাত্তরী। মহাপ্রভুকে বাহির করিয়া বহন করে ও মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে।

২৬ দাত্য। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি চিত্র করিয়া নেত্রোৎসবের দিনে নেত্রোৎসব করায়।

২৭ সুধু সওয়ার। বল্লভের নৈবেদ্য সাজাইয়া দেয় ও ভোগ সারা গেলে অন্নাদি ভিতরহইতে বাহির করে। পর্ব্ব যাত্রায় অর্চনা করে ও প্রদীপ সাজাইয়া দেয়।

২৮ দ্বারনায়ক। এই ব্যক্তি কপাট খোলে ও বন্ধ করে।

২৯ মহাজন। জয় বিজয় প্রতিমারদিগকে বহন করে।

৩০ বিমানবড়ু। মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তিকে উপরি স্থাপন করে ও বহন করে।

৩১ মুদলীভাণ্ডার। দ্বারে চৌকী থাকে বড় লোকেরদিগকে চামর ব্যজন নিমিত্ত চামর দেয় এবং জয় বিজয় দ্বারে চাবি দেয় ও চৌকি দেয়।

৩২ ছুতার। মহাপ্রভুর বিজয় সময়ে ছত্র ধরে।

৩৩ তরাসিক। মহাপ্রভুর বিজয়সময়ে তরাস ধরে।

৩৪ মেঘডম্বুর। মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় মেঘডম্বুর লইয়া বাহির হয়।

৩৫ মুদ্রা। মহাপ্রভুর পুষ্পাঞ্জলির সময়ে প্রদীপ লইয়া অগ্রে থাকে।

৩৬ পানীয়পট। জলপাত্র বড়ুর জিম্মায় দেয় ও বাসন সকল ধোয়।

৩৭ কাহালিয়া। সর্ব্ব যাত্রায় পূজার সময়ে ও পুষ্পাঞ্জলির সময়ে অর্চনা করে ও কাহালি বাজায়।

৩৮ ঘন্টুয়া। ভোগের সময় ও প্রতিমা বিজয়ের সময় ঘন্টা বাজায়।

৩৯ চম্পতি টমকিয়া। পটুদ্বারের সময় ও মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।

৪০ প্রধানি পাণ্ডা ওগয়রহ। সেবক সকলকে ডাকে ও পরিছাকে স্বর্ণের বেত দেয় ও মুক্তিমণ্ডপস্থ ব্রাহ্মণেরদিগকে থালী খেছরী দেয়।

৪১ ঘটওয়ারী। চন্দন ঘষিয়া মেকাপের জিম্মা করিয়া দেয় এবং পর্ব্ব যাত্রায় ধূপ লইয়া সঙ্গে যায়।

৪২ বরীদিগা। পাকের জল দেয় ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে।

৪৩ সমন্ধ। ছোলা কুটে ও কলাই বাটে।

৪৪ গৃহ মেকাপ। কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের বাসন পরিষ্কার করে।

৪৫ যোগকমা। কোটভোগের দ্রব্য লইয়া আইসে।

৪৬ তোমাবতী। রাত্রে কোটভোগের সঙ্গে প্রদীপ লইয়া যায় এবং হাঁড়ি ও কড়াই আনিয়া দেয়।

(৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২)

৪৭ চাউল বাছা। চাউল ও মুগ বাছে।

৪৮ এলেক। মহাপ্রভুর বিজয় প্রতিমার সঙ্গে চক্র লইয়া যায় এবং সকলের চর্চ্চা করে।

৪৯ পাত্রক। সকল সেবক লোকেরদিগকে বাহির করিয়া দেউল শোধন করিয়া চৌকি শোয়।

৫০ চুনরা। গরুড়ের সেবা করে এবং বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রদীপ উঠায়।

৫১ খড়্গাধোয়ানিয়া। পশ্চিম দিগহইতে জগমোহননামক স্থানপর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট মাজনা করে।

৫২ নাগাধ্যাস। মহাপ্রভুর স্নানের বস্ত্র কাচে ও শুকায়।

৫৩ দারিগানী। মহাপ্রভুর চন্দন লেপনের পূর্ব্বে গীত গায়।

৫৪ পুরাণ পাণ্ডা। মহাপ্রভুর দ্বারে পুরাণ পাঠ করে।

৫৫ বীণকার। বীণা বাজায়।

৫৬ তনবোবক। জগমোহননামক স্থানেতে নৃত্য করে।

৫৭ শংখুয়া। পূজার সময় শংখ বাজায়।

৫৮ মাদলী। পূজার সময় মাদল বাজায়।

৫৯ তূরীনায়ক। তূরী বাজায়।

৬০ মহাসেটী। মহাপ্রভুর বস্ত্র ধৌত করে।

৬১ পানীপাইমাহার। বেড়ার ভিতর হইতে ময়লা বাহির করে।

৬২ হাকীমী সেরেস্তার বড় পরিছা। হাকিমী করিয়া সকল বুঝে ও স্বর্ণবেত্র ধারণ করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করে এমতে মধ্যম পরিছা ও ছোট পরিছা করে। এবং ভোগ বিবেচনা করিয়া পরিচারক সকলের বিষয় দেখে ও জমা খরচ লিখে ও মহাপ্রভুর নিয়মিত কর্ম্ম করায় ও মহাপ্রভুর ভাঁড়ার ঘরের হিসাব লিখে এবং রাজকীয় হিসাবও দেখে।

মহাপ্রসায়েত। পর্ব্ব যাত্রায় দ্রব্যাদি দেয় ও রাজভোগের মহাপ্রসাদ যাহারদিগের পাওনা তাহারদিগকে দেওয়াইয়া দেয়। চটায়েত চর্চা করে। ভাঁড়ার করণ। ভাঁড়ারের হিসাব লেখে।

(২৬ মে ১৮২৭। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

শ্রীক্ষেত্রের নিষ্করহওন মনস্থ।—আমরা মহাহর্ষযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি জনরব হইয়াছে যে সুপ্রিম কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুত হারিংটন সাহেব বায়ুসেবনার্থ শ্রীক্ষেত্রাঞ্চলে ভ্রমণ করত পুরীর তাবৎবিষয় বিশেষানুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইংরাজেরা পুরুষোত্তমের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ আপনারদিগের অধীনে রাখিয়াছেন তাঁহারা কেবল দর্শন করিবার জন্যে পরবানা দেন এমত নহে ইংরাজের দ্বারা রথপর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে ঐ দয়াবান সাহেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এমত চেষ্টায় আছেন যাহাতে যাত্রিরদিগের দর্শনজন্যে কর উঠিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল তীর্থ বিষয়ের সাহায্য করণহইতে একেবারে হস্ত উঠাইয়া লন এবং পুরীর কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার খোরদার রাজার উপরে অর্পণ করা যায়। গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্র যাইতে যে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল সরাই করিয়াছেন ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্নিমিত্ত ঐ পথে গমনকারিদিগের স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করগ্রহণ করিবেন মাত্র ইহার একটা স্থান নিরূপিত হইবেক এই মনস্থ করিয়াছেন।—সং চং।

বিভিন্ন সম্প্রদায়

(২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ শ্রাবণ ১২২৮)

সিংহভূমি।—সিংহভূমির মধ্যে লেড়কাকোল নামে এক জাতি আছে তাহারা হিন্দু তাহারদের পূর্ব্ব নিবাস কোথা ছিল তাহা জ্ঞাত নাই কিন্তু এক শত বৎসর অবধি এই স্থান অধিকার করিয়াছে অনুমান হয় তাহারা পশ্চিমহইতে আসিয়া থাকিবে তাহারদের বসতি

পাহাড়ের মধ্যস্থল সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা তাহারা উত্তমরূপে কৃষিকর্ম্ম করে ও গোমেষ শূকর হংস কুকুড়া প্রভৃতি পালন করে ও ভক্ষণ করে তাহারদের দেশের মধ্যে ছোট দুই নদী আছে এবং প্রত্যেক গ্রামের নিকটে এক২ গোরস্থান আছে কিন্তু লোককে গোর দেয় না। লোক মরিলে তাহাকে পোড়াইয়া সেই ভস্ম গোরের মধ্যে রাখিয়া এক পাথর তাহার উপরে দিয়া চিহ্ন রাখে। সে লোকেরা বলবান ও সাহসী ও নিরালস্য ও দস্যুকর্ম্মে পটু তাহারা পরিধানে এক বস্ত্রমাত্র রাখে তাহারদের যুদ্ধাস্ত্র ধনুর্ব্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে তাহারা অতিপারগ এবং এমত জানা আছে যে এক লেড়কাকোল এক আঘাতে এক ঘোড়ার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারে।

তাহারদের দুই প্রকার বাণ ছোট ও বড় কিন্তু ইহাতে বিষ নাই তাহারদের দৌরাত্ম্য-প্রযুক্ত নিকটস্থ লোকের অনেক ভয় হইত যেহেতুক তাহারা আপন দেশে বিদেশিরদিগকে পাইলে খুন করিত। অতএব তাহারদের দমনার্থ সেখানে সৈন্য পাঠাওনের আবশ্যক হইয়াছিল তাহাতে দুই হাজার সৈন্য সমেত শ্রীযুত করনল রিচার্ড সাহেব গিয়াছিলেন তাহারা এ সৈন্য দেখিয়া পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন সৈন্য সেপর্য্যন্তও পঁহুছিল তখন তাহারা প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া শোধ দিবার চেষ্টা পাইল। পরে সৈন্যেরা যখন তাহারদের খাদ্য প্রভৃতি আমল করিল তখন অনুপায় ভাবিয়া সৈন্যের নিকটে আসিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া আপন দেশাচার মত ব্যাঘ্রের চর্ম্ম স্পর্শ করিয়া দিব্য করিল ও বন্দোবস্ত করিল।

(১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯)

গোরক্ষনাথ যোগী ॥—মাড়বার দেশের অন্তঃপাতি গিরিনার নামে পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন তিনি কতক রাজাকে ও অনেক উদাসীনকে শিষ্য করিয়াছিলেন উদাসীন শিষ্যেরদের বিশেষ চিহ্নের কারণ ঐ মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল দিয়াছিলেন তদবধি তাহারা কানকাটা নামে খ্যাত আছে এবং তন্মতাবলম্বী প্রত্যেকে ঐ মুদ্রা ধারণ করে। সে কুণ্ডল গণ্ডারশৃঙ্গের ও প্রস্তরের ও বেলোরের ও মৃত্তিকার ও স্বর্ণের হইয়া থাকে। তাহার শিষ্যেরা গোরক্ষনাথ যোগী নামে খ্যাত তাহারদের মধ্যে কতক নাথ নামে ও কতক অতিথি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যোধপুরের রাজা এই মতাবলম্বী তৎপ্রযুক্ত তিনি মোং হরিদ্বারে এতন্মতাবলম্বিরদের থাকিবার কারণ দুই উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহারদের মধ্যে আইপন্থ ও লহরিপা ও কনিপা ও রপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হণ্ডনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে। এই মতাবলম্বি লোকেরা সর্ব্বসুদ্ধা অনুমান দশ হাজার হইবে। হরিদ্বারভিন্ন তাহারদের অন্য চারি তীর্থ আছে অর্থাৎ গোরখপুর ও যোধপুর ও পেশোর ও উত্তর দেশীয় পর্ব্বত। ইহারদের দুই ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে এক গোরক্ষবোধ নামে ভাষাগ্রন্থ অন্য গোরক্ষশতক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ কিন্তু

ইহারদের পণ্ডিত লোকেরা পাতঞ্জল মতাবলম্বী। তাহারদের শব সন্ন্যাসির শবের ন্যায় বসাইয়া গোর দেয় তাহারদের নিকটে শিবপাদুকা থাকে তাহারা কেবল ঐ পাদুকা পূজা করে অন্য কোন দেবতা উপাসনা করে না। হরিদ্বারের পর্ব্বত শ্রেণীর নীচে তাহারদের মন্দির সে মন্দিরে শিবপাদুকা আছে।

(২২ মে ১৮১৯। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

বেদান্ত মত।—৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কাল ক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদহইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

(১২ জুন ১৮১৯। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

বৈদান্তিক।—৩০ মে তারিখে মোং খিদিরপুরে দেওয়ান মোতিচান্দের ঘরেতে অনেক২ বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন ও সকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচনা ও প্রশংসা করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন। ঐ তারিখে ঐ স্থানে যত বৈদান্তিক লোক একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কথনও অন্যত্র একত্র হন নাই।

(১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮)

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে এথানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।

'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক উপরে যে পত্রখানির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে প্রশ্নচ্ছলে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতার কথা ছিল। 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই ছদ্মনামে রামমোহন রায় একখানি পত্রে প্রশ্নগুলির উত্তর 'সমাচার দর্পণে' পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদক যে তাহা পত্রস্থ করেন নাই তাহা পরবর্ত্তী অংশ হইতে জানা যাইবে।

(১ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৮ ভাদ্র ১২২৮)

পত্র প্রেরকেরদের প্রতি নিবেদন।—শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এথানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত

অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিস্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতে হানি নাই।

রামমোহন রায় 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র নামে ইংরেজী ও বাংলায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (*Brahmunical Magazine*) প্রকাশ করিয়া তাহাতে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিয়াছিলেন।

(৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮)

প্রেরিত পত্র।—শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু এই পশ্চাদ্বর্ত্তি কএক পংক্তি ধর্ম্মপ্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিসকল জন হিতৈষি ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্ন পত্রমিদং।

সংপ্রতি যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা প্রকার দুরাচার কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষ লেশও নাই।...

এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পিত করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।

প্রশ্ন চারিটি এবং সেগুলির উত্তর রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

(১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬)

চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম্মশালা।—গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তাহার ট্রষ্টডীড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে ট্রষ্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ সৃষ্টিস্থিতি কর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সরহদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান কি নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না এবং যে ধর্ম্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম্ম যাহাতে জন্মে এতদ্ব্যতিরেকে আর কোনবিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ট্রষ্টিরা

২২

তত্রত্যারাধনার্থে এক জন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং ঐ স্থানে প্রতি দিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আরাধনা হইবে।

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬)

শ্রীযুত যথার্থবাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু!

চন্দ্রিকাপ্রকাশকের কি বুদ্ধি প্রকাশ তাহা লিপিদ্বারা প্রকাশকরণে অসমর্থ যেহেতুক কএক নূতন অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন যে পূর্ব্বং গ্রন্থকারেরা ধুম দৃষ্টিকরত অগ্নির অনুমান এবম্প্রকারাদির পরিবর্ত্তে তবলার চাটীর শব্দ গ্রহণে জবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন যে হউক এবমদ্ভুতানুমানে চন্দ্রিকাকার ধন্যানুমানী হইতে পারেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রের বিপর্য্যয়ানুমানে অনুমান করি যে চন্দ্রিকাকারের পূর্ব্বনিবাস সেখপাড়াপ্রযুক্ত পূর্ব্বস্থান সর্ব্বদাই স্মরণ হয় যেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদপাঠাদি শ্রবণে ব্রাহ্মণের দোষ অব্রাহ্মণেই কহিয়া থাকে এবং শাস্ত্রে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দা অনেকেই করিবেন অতএব এই দুই মতে চন্দ্রিকাকার নির্দ্দোষী তবে পাঠানন্তর ঈশ্বরবিষয়ক গীতোপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন তাহাতে কেবল মহাভারতীয় "রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি" এই শ্লোক স্মরণ হইল কেননা দুর্গোৎসব রাসযাত্রাপ্রভৃতিতে যবনীর নৃত্যগীতাদি এবং ইঙ্গরেজের মদ্যমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন না বরঞ্চ তৎপক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন যে উর্ব্বশীপ্রভৃতির নৃত্যাদি এবং মদ্যমাংসকে পুষ্প চন্দন বোধ করেন কেবল ব্রহ্মসমাজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন এ কি আশ্চর্য্য যদিস্যাৎ বেদপাঠানন্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে তাহাতে দ্বেষপ্রযুক্ত কিম্বা শাস্ত্রমতে দোষ স্থির করিয়াছেন অনুমান করি শাস্ত্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান নীচস্পর্শে দোষাভাব লিখিয়াছেন।—সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী]

১৮২৮, ২০ আগষ্ট তারিখে রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের (অনেকে 'ব্রহ্মসভা'ও বলিত) প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথার একস্থলে লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু [চক্রবর্ত্তী] গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ গান করিতেন। গোলাম আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন।...তখন ব্রাহ্মসমাজে বেঞ্চ ও কেদারা ছিল না। কার্পেটের উপর সাদা চাদর বিস্তৃত থাকিত। তাহাতেই সকল লোক শিয়া বসিতেন। রাজা একটি ছোট মোড়ার উপরে বসিতেন।"—৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত,' ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮৭।

(১৮ নবেম্বর ১৮২০। ৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭)

গির্জা ঘর।—মোকাম কলিকাতায় বৈঠকখানাতে মদ্রসার নিকটে এক নূতন

গ্রিজা ঘর হইতেছে তাহাতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ও অন্য২ পাদরি সাহেবেরা একত্র হইয়া গত মঙ্গলবারে এক প্রস্তর তাহার মধ্যে পিত্তলের পত্র তাহাতে সন তারিখ ও দেশ ও বাদশাহের নাম লিখিয়া সুরকীদ্বারা প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর সেন্ত জেমস্ নামে খ্যাত হইবেক এবং সেই গ্রিজা ঘরের এক প্রদেশে দরিদ্র লোকের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে এক পাঠশালাও প্রস্তুত হইবেক তাহার খরচের কারণ এক সাহেব চারি হাজার টাকা শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেবের নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন।

(২১ এপ্রিল ১৮২১। ১০ বৈশাখ ১২২৮)

নূতন গ্রিজাঘর।—মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত টৌনলী সাহেব এক নূতন গ্রিজাঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর গত বুধবার খোলা গিয়াছে।

(১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮)

চুচুঁড়া॥—মোং চুচুঁড়াতে এক আরমানী গ্রির্জাঘর আছে সে ঘর মার্কার জোহানিস সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন পরে তাঁহার ভ্রাতা সন ১৬৯৬ সালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গ্রির্জাঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবী বেগরাম ঐ গ্রির্জাঘর উচ্চ করিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।…

(১২ আগষ্ট ১৮২৩। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩)

গত সোমবার কলিকাতার গড়েতে যে নূতন গ্রীজাঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ঐ দিবস প্রথম ঈশ্বরের আরাধনা হইয়াছে এবং তৎসময়ে শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও তাঁহার মোসাহেবেরা ও অন্য২ অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব লোকেরা তথায় ছিলেন।

এই গ্রীজাঘর যে প্রকার প্রস্তুত হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে এমত সুন্দররূপে কোন গ্রীজাঘর হয় নাই।

(২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯)

দরগা।—পাটনা শহরে আরজানি সাহেব নামে এক ফকীরের দরগা বহুকালাবধি আছে সে স্থান অতিমনোরম প্রতি বৃহিস্পতিবারে সেখানে মেলা হয় এবং সেখানে অনেক ফকীর থাকে সে দরগার জাঁক অতিশয় তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গীর আছে বৈশাখের প্রথম দিবস এক মেলা হয় তাহাতে সম্প্রতি ১ বৈশাখ ১২ এপ্রিল শুক্রবারে সেই মেলাতে হিন্দুস্থানীয় ও বাঙ্গালি ও অন্যান্য দেশীয় কম বেশ লক্ষ লোক একত্র

হইয়াছিল তাহাতে ঘাঁটোর নাচ অর্থাৎ চৈত্র মাসীয় নাচ সং উপলক্ষে নানা দেশীয় গুণবান আগমন করিয়া দিবা রাত্রি নাচ ও গান ও বাদ্য ও ভাঁড়াম ইত্যাদি তামসা স্থানে২ অতিসুন্দররূপে হইয়াছে। ইহাতে নেজামত পল্টন ও থানার হামরাও প্রভৃতি বরওক্ত রুজু ছিল সেমতে কোন দাঙ্গা ও বিরোধাদি কিছু না হইয়া নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৫ আশ্বিন ১২২৮)

বেরা ভাসান॥—২১ সেপ্তম্বর ৭ আশ্বিন শুক্রবারের সমাচার মুরশেদাবাদহইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ১৩ সেপ্তম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহাহইতে কোন বিষয় ন্যূন হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত দুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার নাচ গান ও নানাবিধ বাজী হইয়াছিল পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাসানের আরম্ভে উপরে এক তোপ হইল তৎকালে রোশনাইবাগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্চর্য্য বাজী হইয়াছিল এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত তামাসা দেখিলেন।

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ৩ আশ্বিন ১২৩২)

বেরা ভাসান।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় তোমারদিগের কলিকাতায় অনেক প্রকার জাতি বাস করিতেছেন তন্মধ্যে হিন্দু মহাশয়েরা পরমার্থ তত্ত্বের বিষয়ে অন্য জাতির সঙ্গে ঐক্য করেন না তজ্জন্য অন্য জাতির দেবার্চ্চনা করা দূরে থাকুক যদ্যপি কোন হিন্দু যবনাদি জাতির দেবোৎসবেতে আনন্দিত হইয়া তজ্জাতির বাটীতে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন তবে তাবৎ হিন্দু ঐক্য হইয়া তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করণে উদ্যত হইয়া তাহার প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহার দৃষ্টান্তার্থে এক বিষয় লিখি অনেকেও শ্রুত আছেন এক ব্যক্তি প্রধান লোকের সন্তান শূদ্র অর্থাৎ কায়স্থতুল্যজাতি কোন যবনীবারাঙ্গনার নৃত্যগীতাদিতে বশীভূত হইয়া মহরমের সময় তাহার ভবনে গমন করিয়াছিলেন সেই ছলে কলে কৌশলে হিন্দু সকলে তাহাকে অপবাদগ্রস্ত অর্থাৎ যবনীবারাঙ্গণা সমভিব্যাহারে আহার বিহার করিয়াছে এই অপরাধ নিশ্চয় করিয়া সেই ক্ষুদ্র অপরাধিকে প্রায় জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি এই বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়া মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন ব্যয় ও বাক্যব্যয় এবং নানা লোকের উপাসনা অর্থাৎ যাহাকে কখন তুই বলিয়া ডাকিতে নাই তাহাকে আসিতে আজ্ঞা হয় মহাশয়েরা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্মান করিয়াছে

এবং তাহার ভৃত্যের অগম্য স্থানেও স্বয়ং গমন করিয়া আপনাতে নানাপ্রকার লঘুতা স্বীকার করিয়া সে দায়ে উদ্ধার হয় তথাচ সে অপবাদ বহু কালাবধি লোপ হইল না তাহার বাটীতে যিনি২ গিয়াছিলেন তাহারদিগকে লোকেরা কলঙ্কী করিত সে একটা হজাম হইয়া কতক কাল ছিল। সম্প্রতি শুনিলাম এক্ষনে কলিকাতাস্থ হিন্দুলোকের মধ্যে অনেকের যবনাদি নীচ জাতির প্রতি বড় দ্বেষ নাই তাহার প্রমাণার্থে কিঞ্চিৎ লিখি এই মহানগরে কত মহারথি মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন তাহা তাবৎ লেখা অসাধ্য সম্প্রতি গত ২৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার যবনেরদিগের একটা পর্ব্বাহ ছিল অর্থাৎ বেরাভাসান হইয়াছে তাহাতে কএক জন হিন্দু বাবু আহ্লাদিত হইয়া তদ্বিষয়ে বহুতর অর্থ সামর্থ্য ব্যয়দ্বারা সেই পর্ব্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন ধর্ম্মশীল বাবুর পুত্র বিদ্যাসৌজন্যার্জিত যশে যশস্বী হইয়া কোন দীনা নবীনা যবনী বারাঙ্গনা নর্ত্তকীর প্রতি নিতান্ত কৃপা প্রকাশপুরঃসর ঐ বেরাভাসান বিষয়ে বহুতর সাহায্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার তাবৎ লেখা অসাধ্য স্থূল কিঞ্চিৎ লিখি বাবু স্বয়ং পথে পারিষদ পদাতিক সঙ্গে লইয়া বেরার পশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিলেন ভেরা নির্ম্মাণের বিষয় কি লিখিব সঙ্গে রেসালা সিপাহি ইঙ্গরাজী বাজা রোসনচৌকী গেলাসের ঝাড় পঙ্কা শক্কা দস্তিমসাল রণমসাল ইত্যাদি সমারোহের সীমা নাই এই সকল রেসালা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তাহা দর্শনপূর্ব্বক বাবুকে কে না ধন্যবাদ ও সাধুবাদ করিয়াছে কেননা ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাঢ্যতা সুশীলতা দয়ালুতা দাতৃত্ব ধার্ম্মিকতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

যদি বল বাবুর এত গুণ এক বেরা ভাসানেতে কি প্রকারে প্রকাশ হইল তাহার কারণ শুন বিচক্ষণ না হইলে রেসালা সুসজ্জ করিতে কে সক্ষম হয় ধনাঢ্য নহিলে অকাতরে ব্যয় কে করে সুশীল না হইলে স্বয়ং কেন পথে গমন হইবেক দয়ালু তাহাকে কহি যে তাবজ্জাতির প্রতি দয়া করে দাতা সেই যে বিনা যাচ্ঞায় লোকেরদিগকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করে ধার্ম্মিক তাহাকে বলা যায় যে দৈবকর্ম্মে অর্থাৎ দেবতাবিষয়ে দ্বেষাদ্বেষ না করে সুতরাং এসকল গুণ ঐ বাবুতে বর্ত্তে।

অতএব দেখিলাম কলিকাতাস্থ হিন্দুরদিগের এক্ষণে অনেকের মনের মালিন্য দূর হইতেছে বাবুরদিগের বেরা ভাসান বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি নাই যাহার যাহা বাঞ্ছা সেই তাহাই করিতেছে অলমতি বিস্তরেণ। কস্যচিৎ রাগদ্বেষশূন্যস্য।—সং চং

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ১০ আশ্বিন ১২৩২)

ধরমুক্তি বেরাপার॥—শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়॥ তোমার চন্দ্রিকা পত্রে গতসপ্তাহে বেরা ভাসান বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা তৎপত্রে উজ্জ্বল করাতে অনেকের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাতে যাঁহারদিগের মনের মালিন্য

দূর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারদের অদ্যকার বেরা ভাসান দর্শন শ্রবণ করিয়া মুখ মলিন হইয়া যাইবেক যেহেতুক।

গত ৩১ ভাদ্র রাত্রিতে এক বেরা ভাসিয়াছে তাহার সবিশেষ লিখি সে সামান্য কথা নয় দৃষ্টিমাত্র আমরী উজীরের ব্যাপার বোধ হয় কারণ বেরার সর্ব্বাগ্রে প্রথমতঃ শ্বেতপতাকা রক্তপতাকা নীলপতাকা পীতপতাকা নানাপ্রকার পতাকাতে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ খাসা২ খাসগেলাপওয়ালা খাসবরদার আসাবরদার চোপদার জমাদার ইত্যাদি দরবার সুদ্ধ অগ্রসর হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ জগঝম্প বাজে তাগাকড়কা বাজে দেশী ঢুলিকবাজে কৃত্রিমব্যান বাজায় ও ইংরাজে তাহা দেখিয়া রোসনচৌকী মৌন হয় লাজে। শতশত গেলাসের সিঁড়ি ঝাড়ে রাজপথ আলোকময় হইয়াছিল ইত্যাদি।

পশ্চাৎ নিজ গৃহজাত আশ্চর্য্য চমৎকৃত চিত্রবিচিত্র বচন রচনাতীত যুগ্ম ময়ুর যুত বাই ধর্ম্মপ্রাপ্ত বাবু বেরা চলিতেছে সর্ব্ব শেষে অশেষবিশেষাবশে বাবু বাই বিবি সঙ্গে লইয়া অভিনব নির্ম্মিত শকটারোহণে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মন্দ২ গমনে গঙ্গাতীর নীর চতুর্হস্তমধ্যে বেরা স্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধরমকি বেরাপার ইতিমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বেরা ভাসাইয়া দিলেন সেই সুসজ্জ সজ্জাসজ্জিত বাই বাটীতে পুনরাগমন করিয়া সমস্তরাত্রি নাচ করাইলেন এই সকল ব্যাপার কতক বা দেখিয়া কতক বা জনশ্রুতিতে লিখিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় উজ্জ্বল করিবেন কিন্তু এ মহাব্যক্তি কে তাহা জানিতে পারিলাম না ইতি।—সং চং

বিবিধ

কলিকাতার রাস্তাঘাট

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১৫ ফাল্গুন ১২২৬)

নূতন রাস্থা।—মোং কলিকাতাতে এক নূতন রাস্থা হইতেছে সে রাস্থা মোং চান্দনী বাজারের পূর্ব্বে ব্যাপারিটোলাতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণহইতে উত্তর দিকে আসিতেছে এবং শহরের বড় রাস্থার পূর্ব্ব ও বাহির রাস্থার পশ্চিমে। ঐ রাস্থা চানকের রাস্থার সহিত সংলগ্ন হইবে সে রাস্থার সম্মুখে যেং লোকেরদের বাটী ও বাগান ও পুষ্করিণী পড়িতেছে কোম্পানি বাহাদুর তাহারদিগকে বাটী প্রভৃতির উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সকল ভাঙ্গিয়া শোজা রাস্থা করিতেছেন ইহাতে অনেক বাড়ী ভাঙ্গা গিয়াছে এবং অনেক ভাঙ্গা যাইবে ঐ রাস্তা মোং বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান দুই হাজার লোক সেই কর্ম্মে প্রতিদিন নিযুক্ত আছে।

(২৭ মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭)

কলিকাতার নরদামা।—কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেকং গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক। তাহাতে সেই নরদামাবাসি উন্দুরুরা আপনারদের স্থান ভ্রষ্ট ভয়ে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে এই বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে। যে এই নরদামা বন্দ করাতে তোমারদের লাভ আছে বটে কিন্তু আমারদের মরণ। আমরা কোথায় বাস করিব আমরা পূর্ব্ব কালাবধি এখানে বাস করিতেছি এবং মনে এমন প্রত্যাশা করি যে আমারদের পুত্র পৌত্রপ্রভৃতি এখানেই বাস করিবে এবং যদি এই গভীর নরদামা বন্দ করিয়া উচ্চ নরদামা করিয়া দেও তবে আমরা কি প্রকারে সেখানে বাস করিব যেহেতুক সেখানে বালক ও কাক ও কুকুরপ্রভৃতিরা দিনে আমারদের সংহার করিবে ও রাত্রিতে দুষ্ট বিড়ালেরা আমারদিগকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। অতএব এই নরদামা বন্দ করিবার অগ্রে ঐ সাহেব লোকেরদের এই বিবেচনা করা অতি-কর্ত্তব্য যেহেতুক এমন প্রাচীন প্রজারদিগকে তাড়িয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।

এক রসিক লোক কৌতুক করিয়া এই রূপ দরখাস্ত শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সত্য দিয়াছে।

(৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭)

কলিকাতার নূতন রাস্থা।—মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজারে শীঘ্র গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্থা হইতেছে এই রাস্থা হইলে যেমন লোকেরদের উপকার

হইবেক তেমন অন্য রাস্তাতে উপকার হয় না যেহেতুক পূর্ব্বে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজার পর্য্যন্ত গাড়ীপ্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্তা ছিল না পূর্ব্বে আসিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্তার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম পুষ্করিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দিকে রাস্তা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামানুসারে ঐ রাস্তার নাম হেষ্টিংস রাস্তা খ্যাত হইবেক।

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট রাস্তা করা যাইবেক।

(২ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২২৭)

কলিকাতা।—মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাঅবধি বাগবাজারপর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাই টোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানাপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।

(১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮)

নূতন রাস্তা।—কলিকাতা শহরের যে সংস্থান পূর্ব্বে ছিল তাহাহইতে এইক্ষণে রাস্তা পুষ্করিণী দ্বারা অতিসুন্দর সংস্থান হইতেছে তাহা কোম্মিটীতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে। এইক্ষণে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে সে জানবাজারে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত মিলিত হইবেক আরও এক রাস্তা পুরাণা কুঠীর নিকটে শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের বংশালের নিকট হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং সেইখানে মনোরম এক ঘাট হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য বস্তুর আমদানী রপ্তানীতে অনেক সুগম হইবেক। এবং পুরাণা কুঠীর পূর্ব্বে বারিকার নিকট লাল দীঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে যে এক প্রাচীন নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার কারণ এই যে পুরাণা কুঠী ভাঙ্গিয়া যে নূতন পরমিট ঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহার শোভা ঐ স্তম্ভের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রযুক্ত ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পরমিট ঘরের সম্মুখ খোলাসা করা যাইবেক। এবং ঐ স্তম্ভের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবে। এবং লাল দীঘীর দুই দ্বার আছে আর দক্ষিণ দিকে বড় এক দ্বার হইবেক। এবং মৌলআলী বাগানের দক্ষিণ নবাবের বাগানের উত্তরে যে বাগান ছিল তাহা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন সেই বাগান কাটিয়া সেই স্থানে একটা গৌখানা হইবেক বহুবাজারে যে গোখানা ছিল সে গৌখানা উঠাইয়া দিবেক। সাবেক গৌখানা ভাঙ্গিবার কারণ এই যে শহরে দুর্গন্ধ না হয়। এই সকল বিবেচনাতে ক্রমে২ কলিকাতা শহরের সৌন্দর্য্য হইতেছে ইহাতে অনুমান হয় বিশ পচিশ বৎসরের মধ্যে সমুদায় নূতন হইবেক।

(১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮)

কলিকাতা।—দক্ষিণে চান্দপালের ঘাট অবধি উত্তরে চিতপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে

যে রাস্তা হইতেছে ঐ রাস্তা প্রস্তুত হইলে শহরের শোভা অধিক হইবে এবং মহাজন লোকেরদের নৌকা লাগানের ও জিনিসপত্র উঠানের ভাল হইবেক। ও সাহেব লোকেরদের বায়ু সেবনার্থে উত্তম হইবেক।

এবং ধর্ম্মতলাহইতে যে রাস্তা বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহার এক দিকে যে নূতন পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে সে মৃত্তিকা দ্বারা যে ছোট২ পুষ্করিণী পূরাণ গিয়াছে তাহাতে শহরের অনেক ভাল হইয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে যে ঐ বহুবাজারহইতে চিতপুরের পূর্ব্ব আর এক রাস্তা হইবেক তাহা হইলে শহরের আরো ভাল হইবেক এবং পুরাণ কুঠীতে যে পরমিটের ঘর প্রস্তুত হইয়াছে ইহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইয়াছে ও লালদিগীর ধারে কেরাণিরদের থাকিবার যে তেতালা ঘর আছে তাহার দুই পার্শ্বে ও মধ্য স্থানে নূতন তিন বারান্দা হইয়া অতিশয় শোভা হইয়াছে এবং কোম্পানির কালেজ পূর্ব্ব স্থানহইতে উঠিয়া সেই ঘরের মধ্যে বসিয়াছে।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮)

নূতন রাস্তা।—কলিকাতার মধ্যে যে নূতন রাস্তা আরম্ভ হইয়া বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্তা এখন বহুবাজার ছাড়াইয়া তাহার উত্তরে গোয়ালপাড়াপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান হয় যে দুর্গোৎসবের মধ্যে শ্যামপুকুরিয়ার থানাপর্য্যন্ত আসিবে রাস্তারও যেরূপ নক্সা হইয়াছে তাহাতে শ্যামবাজারের এক ভাগ্যবান লোকের অতিবৃহৎ বাড়ী রাস্তাতে পড়ে শুনা যায় ইহার কারণ এক দিন কোমেটী হইয়া সে বাড়ী বজায় থাকিয়া তাহার নিজ পশ্চিম দিয়া রাস্তা যাইবেক এবং গঙ্গার তীরে যে রাস্তা হইতেছিল তাহাও হইতেছে এ দুই রাস্তা হইলে যাতায়াতের অধিক সুগম হইবেক এবং শহরের শোভা উত্তমা হইবেক।

(৩০ মার্চ্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮)

নূতন জলাশয়।—মোকাম কলিকাতার পটোলডাঙ্গার রাস্তার ধারে যে নূতন জলাশয় হইতেছে তাহার সাড়ে দশ হস্ত মৃত্তিকার নীচে বৃহৎ২ বৃক্ষের চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে সকল কাষ্ঠ মৃত্তিকাভুক্ত হইয়া মৃত্তিকাতুল্য অসার হইয়াছে এত মৃত্তিকার নীচে এমন বৃক্ষ সম্ভব আশ্চর্য্য।

(৩০ মার্চ্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮)

কলিকাতা।—ইংগ্লণ্ড দেশে নলদ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত ডাক্তর টৌম্লিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটিরির অধ্যক্ষেরা ও লাটিরির উপস্বত্বহইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐ রূপ আলো করিবেন।

(১০ মে ১৮২৩। ২৯ বৈশাখ ১২৩০)

কলিকাতার শোভা।—এই মহানগরের সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে অনেক প্রশস্ত রাজপথ ও নরদামা করা গিয়াছে এবং শহরনিবাসি প্রাচীন লোকেরা বোধ করিতে পারেন যে পূর্ব্বাপেক্ষায় কলিকাতার সুগঠন ও শোভা কত হইয়াছে। সংপ্রতি ভাগীরথী তীরে যে নূতন প্রশস্ত রাজপথ ও পোস্তা হইয়াছে সে পথ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাত প্রশস্ত ও ঐ রাস্তার পার্শ্বে পাকা নরদামা হইতেছে তাহা দিয়া গঙ্গার জল কলদ্বারা উঠিয়া সমস্ত শহরে যাইবে। এবং ঐ পোস্তার সর্ব্বত্র ঘাসের চাপড়াদ্বারা অতিসুশোভিত হইতেছে তাহাতে ঐ সকল পোস্তা জলপ্রবাহেতে ভগ্ন হইবে না। এই কর্ম্ম এইক্ষণে অতিশীঘ্ররূপে হইবে এমত বোধ হয়। অল্প কালেতে এই সকল সংপূর্ণ হইলে পর ভারতবর্ষের মধ্যে এ এক অপূর্ব্ব স্থান হইবেক।

(১ জানুয়ারি ১৮২৫। ১৯ পৌষ ১২৩১)

কলিকাতা লাটরি খেলা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হইয়া লাটরি খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ শালের প্রথম লাটরি গবর্ণমেণ্টদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যাপার লাটরিকমিটীর আজ্ঞানুসারে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট করিলেন তাহার ধারা গত বারের ন্যায় প্রাইজ হইবেক। এবং সেই ধারা মাফিক খেলা হইবেক এবং টিকিট বাঙ্গালবেঙ্কে বিক্রয় হইবেক প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১০০ এক শত টাকা।

কলিকাতা লটারি কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস W. H. Carey সাহেবের *The Good Old Days of Honorable John Company* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

(১৫ জানুয়ারি ১৮২৫। ৪ মাঘ ১২৩১)

খিদিরপুরের সেতু।—আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে খিদিরপুরের খালের উপর যে নূতন সেতু প্রস্তুত হইবেক তৎকর্ম্ম ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে। তথাকার পুরাতন সেতু কলিকাতার লজ্জার বিষয়। এই নূতন সেতু লৌহময় এবং শৃংখলদ্বারা উদ্বান্ধিত।

(১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩)

নূতন পথ।—সংপ্রতি শুনা গেল যে যশোহর জিলার বকচরনিবাসি শ্রীযুত কালীপ্রসাদ পোতদার স্বর্ণবণিক এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন এই পথ যশোহরহইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত আসিবেক এক্ষণে ঐ জিলা মোতালকের চৌগাছা গ্রাম অবধি রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে

অনুমান করি ফাল্গুণ চৈত্র তক সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সাঙ্গ হইবেক এতদ্বিষয়ে অনেকের চিত্তোল্লাস হইতেছে যেহেতুক তৎপথগামিরা অতিক্লেশে শঙ্কাযুক্ত হইয়া গমনাগমন করিতেন এক্ষণে যাতায়াতে সুগম হইল।

(২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩)

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান।—আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্ব্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোন২ মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টাদ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলাহইতে বাগবাজারপর্য্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক তাহা সম্পন্নার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইয়াছে ইহা ব্যক্ত হইতেই কতিপয় জনের চান্দাতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দস্তখত হইয়াছে আর অবশিষ্ট লোকেরদিগের এতদ্বিষয়ে যে অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় যে অত্যল্পায়াসে বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইতে পারে আর ঐ টাকায় তিনটা ঘাট হইয়া এতৎ সংক্রান্ত আর২ কর্ম্মও সম্পন্ন হইতে পারিবেক।

(১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪)

নূতন খাল।—সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজপথের শ্রম দূরকরণজন্ত মোকাম টাকির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া কুড়ের হাটখোলাপর্য্যন্ত মিলিয়াছে শুনিতে পাই যে ঐ খাল ভাগীরথীপর্য্যন্ত আসিয়া মিলন হইবেক যাহা হউক ইহা হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সমাচার পঁহুছিবে কিন্তু কোন২ স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই।—সং কৌং।

(২২ মার্চ্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪)

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নূতন স্থান।—অবগত হওয়া গেল যে মোং নিমতলার ঘাটে যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ গত সোমবার অবধি ঐ স্থানে শবের সংকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে অনেকের পরিশ্রম দূর হইয়াছে।—তিং নাং [সম্বাদ তিমিরনাশক]

(১৫ নবেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫)

কলিকাতায় স্থাপিত নূতন স্তম্ভ।—আমরা ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে সর ডেবিড আক্তরলোনির স্মরণার্থে কোন এক এমারৎ গাঁথিবার কারণ চাঁদা হইয়াছিল

আমরা এখন শুনিতেছে যে সেই চাঁদার টাকাতে চৌরঙ্গীর সম্মুখস্থ জাবাস্থরে এক উচ্চ স্তম্ভ গ্রন্থনের আরম্ভ হইয়াছে সেই স্তম্ভ মৃত্তিকাঅবধি শৃঙ্গপর্য্যন্ত উচ্চে এক শত দশ হস্ত পরিমিত হইবে···। সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেব মুসলমানেরদের প্রতি অতি কৃপাবান ছিলেন অতএব তাহার স্মরণরাখণার্থে সেই স্তম্ভ মুসলমানেরদের এমারতের ডৌল অনুসারে গাঁথা যাইবে। তাহার কতক ভাগ ইষ্টকেতে ও কতক ভাগ চণ্ডালগড়ের [চুনারের] প্রস্তরেতে নির্ম্মিত হইবে···।

এই স্তম্ভের দ্বারা সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের স্মরণ বহুকালপর্য্যন্ত থাকিবে এবং তাহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইবে।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬)

অক্তরলোনি সাহেবের স্তম্ভ।—মৃত সর ডেবিড অক্তরলোনি সাহেবের স্মরণার্থে কলিকাতায় যে স্তম্ভ হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবে। এক বৎসর গত হইল গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তদ্বিষয়ে যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তদ্দ্বারা জানা যায় যে তাহার বাহিরের চতুর্দ্দিকে দুই বারান্দা হইবেক প্রথম বারান্দা মৃত্তিকা হইতে ৮৬ হাত উচ্চ দ্বিতীয় বারান্দা ৯৮ হস্ত উচ্চ এক্ষণে সে স্তম্ভের কেবল বার হাত গাঁথিতে বাকী আছে তাহার পর প্রথম বারান্দার আরম্ভ হইবে। সেই স্তম্ভের ভিতরে এখন ১৭১ ধাপ প্রস্তুত হইয়াছে যদি প্রত্যেক ধাপ সাড়ে সাত বুরুল মোটে গণ্য যায় এবং স্তম্ভের নীচের ভাগ চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিহইতে চারি হস্ত উচ্চ গণ্য হয় তবে অনুমান হয় যে তাহা ৭২ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই স্তম্ভ যে অতিশয় মনোহর এবং তদ্দ্বারা যে কলিকাতা নগরের সৌন্দর্য্য হইবে এমত সম্ভাবনা হয়।

(১৪ মার্চ ১৮২৯। ২ চৈত্র ১২৩৫)

এতন্নগরের শোভা।—এতন্নগর শোভাকরণহেতুক রাজকীয় লোকেরা নানা প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন বিশেষতঃ শুনা গেল যে এই কলিকাতার পূর্ব্বদিগে এক খাল চিতপুরের উত্তরদিগ দিয়া বেলিয়াঘাটার খালের সহিত মিলিত হইবেক ইহার গহেরা ২৭ ফুট এবং চৌড়া ১২০ ফুট হইবেক এই খালের দুই ধারে ৬০ ফুট চৌড়া রাস্তা হইবেক রাজা রামলোচনের পথের নিকট কএক হাজার লোক এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আর শুনা গেল যে অর্দ্ধেক খাল ও দুই তিনটা লোহার সেতু অর্থাৎ সাঁকো এই বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক এবং নিকটবর্ত্তি আগাছা সকল ছেদন করা যাইবেক এবং ঐ খালের মৃত্তিকা সকলেতে খানা খন্দকপ্রভৃতি নানা নামাল জায়গা উচ্চ করা যাইবেক এবং ঐ খাল এমত গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইবেক যে তাহার দ্বারা জুয়ার ভাটা খেলিবেক শুনা গিয়াছে যে লার্ড ওএলিসলির আমলে এইরূপ ব্যাপার হইবার উদ্যোগের কল্পনা হইয়াছিল কিন্তু

শেষ হয় নাই তদনন্তর আরো শুনা গেল মোং ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের মধ্যে অনেক পুষ্করিণী ও চৌড়া রাস্তা সকল প্রস্তুত করিতে গবর্নমেণ্টের মনস্থ হইয়াছে এবং পথের ধারে ও নরদমার উপরে যে সকল বৃক্ষ পড়িয়াছে তাহা ছেদন করিতে আরম্ভ হইয়াছে।

(২১ নবেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

কলিকাতা শহরের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে বাসিন্দা ও আগত লোকের ক্লেশ এবং সুখের নানাপ্রকারে তদনুসারে বৃদ্ধিও হইতেছে। ইহার কারণ নূতন রাস্তা পুষ্করিণী গঙ্গাতীরে ঘাট শবদাহের স্থান রাস্তায় ধূলা নিবারণ পোলীস কমিটী নেটিব জুরিপ্রভৃতি রাজার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু রোগ হইলে তাহার শান্তির উপায় যৎসামান্যরূপে আছে এই শহরে নেটিব হাসপাতাল ও গরাণহাটায় চিকিৎসালয় যে আছে তাহাতে হিন্দুবর্গের উচিত মতে উপকার হয় না কারণ নেটিব হাসপাতাল ইংরেজটোলায় চাঁদনির বাজার মধ্যে এবং যে রীতিতে নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাতে সজ্জাতি বা বিশিষ্ট লোক সেখানে যায় না এবং যাইতেও পারে না কেবল সাহেব লোকের ভিস্তী মসালচী বেহারাইত্যাদি আর পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎসা হয়। গরাণহাটার হাসপাতালে এক জন ঔষধকোটা গোরা থাকে সে ব্যক্তির বৈদ্যক শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও তৎচিকিৎসালয়ের নিয়মের বৈপরীত্যপ্রযুক্ত প্রায় উপকার হয় না। সকলেই অনুভূত আছেন যে এই মহানগরে সহস্র২ বিদেশি দরিদ্র ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে ইহারা পীড়িত হইলেই শহরহইতে পলায়নপূর্ব্বক ঔষধ পথ্য পাইয়া বাঁচে কেহবা পথেই পঞ্চত্ব পায় এবং অনেকে দুই পয়সা ব্যয়ের ঔষধের অভাবে মারা পড়ে। দিনমজুরদার লোক পীড়িত হইলে আহার ঔষধ পায় না তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ হয় এমত উপায় কোন প্রকারেই নাই সুতরাং যাহারদিগের লোক ও বিষয় নাই যে ঔষধ হয় এই মত লোক ১০০ জন পীড়িত হইলে অনেকে এই শহরেই পঞ্চত্ব পায়। ইহাতে শুনিতেছি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা ঐ পাঠশালার সন্নিধানে একটা চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবেন এমত চেষ্টা পাইতেছেন ইহাতে যে ব্যয় হইবেক তাহা কতক শিক্ষাবিষয়ে সরকারের দত্ত ধনহইতে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক ইংরেজী ঔষধ কোম্পানির ঔষধাগারহইতে দিবেন আর২ ঔষধ ঐ স্থানে প্রস্তুত হইবেক। পরে এতন্নগরস্থ ধনি দাতা দয়ালু লোকেরা কিঞ্চিৎ২ চাঁদাস্বরূপ দিতে পারিবেন যদি এ বিষয় নিষ্পন্ন হয় তবে ইহার অধ্যক্ষতা ও নির্ব্বাহকতা ইংরেজ বাঙ্গালি মহাশয়েরদিগের হইবেক আর পাঠশালার বৈদ্য ছাত্রেরা বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন। পরিচারক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য থাকিবেক তাহাতে বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোক যাইয়া ঔষধ পথ্যদ্বারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ইংরেজী চিকিৎসা যাহা

এক্ষণে বড় মান্য ও চিকিৎসাবিষয়ে প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে তাহার শিক্ষা হইয়া এদেশে বিবেচনা ও ব্যবহারের প্রাচুর্য্য হইবেক।—সং চং।

বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত

(৯ জানুয়ারি ১৮১৯। ২৭ পৌষ ১২২৫)

কাটোয়া।—যখন বাঙ্গালা দেশ মুরশেদাবাদের নবাবের অধীন ছিল তখন কাটোয়াতে নবাবের দৌলৎখানা ছিল এবং বাঙ্গালার খাজানার টাকা সেইখানে জমা হইত এই হেতুক নবাব ঐ মোকামে একটা মৃত্তিকার গড় করিয়াছিলেন এখন সে গড় অনেক লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার দক্ষিণ দিকে গড়ের কিঞ্চিৎ অনুভব হয় এবং একটা তোপ অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে।

(১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬)

বাঙ্গালার সিংহাসন।—শুবে বাঙ্গালার নবাবের যে সিংহাসন ছিল সে সিংহাসন যুদ্ধের সময়ে হেষ্টিংস সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল সে সিংহাসন মণি মুক্তা প্রবালেতে ভূষিত হেষ্টিংস সাহেব যখন ইংগ্লণ্ডে গেলেন তখন ঐ সিংহাসন ইংগ্লণ্ডের রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন ঐ রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে।

(১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯। ৪ পৌষ ১২২৬)

বর্দ্ধমানের বিবরণ।—বর্দ্ধমান জিলার সীমা এই উত্তর রাজসহী ও বীরভূমি দক্ষিণসীমা মেদিনীপুর ও হুগলী জিলা ও পূর্ব্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে মেদিনীপুর জিলা ও পাচেটি। পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিলা মাপা গিয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে দুই হাজার পাঁচ শত সাতাশী চতুরস্র ক্রোশ। ঐ বর্দ্ধমান উনষাটি বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে সে এমত উর্ব্বরা ভূমি যে বাঙ্গালা ছাড়া হিন্দুস্থানের মধ্যে তেমন আর নাই ও উড়িস্যা ও মেদিনীপুর ও পাচেটি ও বীরভূমি ইহারদের জঙ্গলের মধ্যে ঐ বর্দ্ধমান আছে ইহাতে জ্ঞান হয় যে চতুর্দিকে মহাবনে বেষ্টিত এক মহাপুষ্পোদ্যান।

মহারাজার অধিকারে ষোল শত চতুরস্র ক্রোশ ভূমি সে অত্যুৎকৃষ্ট স্থান এবং ভূমি উর্ব্বরা লোকতে পরিপূর্ণ। সতর শত বাইশ সনে অর্থাৎ সাতানব্বই বৎসর হইল মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্ররায় বাহাদুর অতিপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন তাহার অনেক কীর্ত্তি এতদ্দেশে আছে। সতর শত নব্বই সনে রাজা কোম্পানিকে বত্রিশ লক্ষ টাকা রাজকর দিলেন এবং সতর শত চৌরাশী সনে তাবৎ জিলার রাজকর সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ ছিল সেই জিলার মধ্যে তিন প্রধান নগর বর্দ্ধমান ও ক্ষীরপাই ও বিষ্ণুপুর ও দুই প্রধান নদী দামোদর ও গঙ্গা। এই জিলার মধ্যে কোন ইষ্টকাদি নির্ম্মিত কিল্লা নাই কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল তাহার চিহ্ন আছে। সে জিলার মধ্যে ষোল ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগ মুসলমান সেখানকার রাজার তাবে

পেয়াদা একইশ হাজার ছিল পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ সাহেবের বন্দোবস্তে তাহার অনেক ন্যূন হইয়াছে।

এখন বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে গণ্য যায় কিন্তু পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র এক মহারাজ্য ছিল সেখানকার রাজারা ক্রমে ছাপ্পান্ন পুরুষ এক হাজার নিরানব্বই বৎসর এক সিংহাসনে রাজ্য করে তাহারা ইহার হিসাব রাখে। সতর শত পোনর সনে নবাব জাফর খাঁ সে রাজার সর্ব্বস্ব লুট করিয়া লয়। সে দেশের মধ্যে ছয় শত আটাইশ চতুরস্র ক্রোশ। তাহার রাজস্ব তিন লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকা।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ১১ আশ্বিন ১২২৫)

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে এবং ইহার ব্যয়ের কারণ আড়াই শত ভাগ হইয়াছে প্রতিভাগ এক হাজার টাকা করিয়া হইবেক। কোম্পানি পঁচিশ বৎসরপর্য্যন্ত বিনা রাজস্বে তাহারদিগকে দিবেন। এবং আমরা দেখিয়াছি মঙ্গলবারে এক শত তের ভাগ সহী হইয়াছে ইহার মধ্যে যে বাঙ্গালি লোকেরা সহী করিয়াছেন তাহারা এই২ শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ভাগ সহী করিয়াছেন। শ্রীযুত রামদুলাল দে ৫ ভাগ। শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল ১ ভাগ। শ্রীযুত কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১ ভাগ। শ্রীযুত রাইচরণ রায় ১ ভাগ। শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর ৫ ভাগ। শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বসু ৫ ভাগ। শ্রীযুত রামদুলাল দে মারফতে অন্য কোন ব্যক্তি ২ ভাগ। শ্রীযুত রসময় দত্ত ১ ভাগ। শ্রীযুত শিবনারায়ণ রায় ১ ভাগ। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১ ভাগ সহী করিয়াছেন।

(১০ অক্টোবর ১৮১৮। ১৮ আশ্বিন ১২২৫)

গঙ্গাসাগর।—শেষ সমাচার দর্পণ ছাপা করিলে পর আমরা শুনিতে পাইলাম যে আর২ ভাগ সহী হইয়াছে এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে এই দ্বীপ পরিষ্কার হইলে প্রথম তুলার চাস করা যাইবে এবং সেখানে জাহাজের নিমিত্ত সকল সরঞ্জাম ও খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও মহাজন লোকের গোলা হইবে এবং ইহাও বিবেচনা করা যাইতেছে যে সমুদ্রের তীরে বেআরাম লোকেরদের নিমিত্ত ঘর ও তাহারদের সমুদ্রে স্নান করিবার উপায় করা যায়। এবং সেখানহইতে শীঘ্র কলিকাতাতে সমাচার পাওয়া যায় এ নিমিত্ত একটা টেলাগ্রাফ ও ডাকের ঘর ও পাকিটবোট রাখা যাইবে এবং কেহ বুঝে যে ইহার পর যে২ জাহাজ এখন কলিকাতাতে আইসে সেই সকল জাহাজ সেখানে থাকিবে ও জাহাজের বোঝাই একটা নূতন খাল দিয়া কলিকাতায় আসিবে এই সকল কল্প যদি সিদ্ধ হয় তবে এই জঙ্গল যাহাতে এখন কেবল ব্যাঘ্রপ্রভৃতি বনজন্তু থাকে ও যাহাহইতে অনেক শারীরিক পীড়া জন্মে এমন যে বন সে অতি রম্য স্থান হইবে।

(১৫ জানুয়ারি ১৮২০ । ৩ মাঘ ১২২৬)

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ।—আমরা শুনিতেছি যে গঙ্গাসাগরের বন কাটাইবার যে উদ্যোগ হইতেছে তাহার ফল এখন দেখা যাইতেছে যেহেতুক গত বৎসর পাঁচ শত মজুর লোক তিন হাজার বিঘা ভূমির বন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছে এবং পূর্ব্বে সেখানে লোকেরদের অতিশয় পীড়া ও ব্যাঘ্র ভয় হইত এখন সে সকল কিছুই নাই।

এবং অন্য কতক ভাগ্যবান লোক সেই বিষয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরদের নিকটে পঞ্চাশ হাজার বিঘা ভূমির বন কাটাইবার কারণ ঠীকা করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহারদিগকে দিলেন না।

এক শত মঘ লোকেরা ঐ কর্ম্মকারী সাহেব লোকেরদের নিকটে আপনারদের বসতির কারণ ঐ পরিষ্কৃত স্থানে ভূমি চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার বিশেষ সমাচার পাওয়া যায় নাই। সেখানে যে স্থান বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে সে স্থানে কৃষাণেরা কৃষি করিতেছে।

(২২ এপ্রিল ১৮২০ । ১১ বৈশাখ ১২২৭)

গঙ্গাসাগর।—শ্রীযুত রামমোহন মল্লিক গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে কপিল দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঘাট বান্ধাইবার কারণ পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি লইতে চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে সে বিষয় স্থির করিবার কারণ গত ১৫ এপ্রিল তারিখে অধ্যক্ষ সাহেবেরদের সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রামমোহন মল্লিকের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই। তাহার চেষ্টা এই ছিল যে কপিল দেবের যে সাবেক অধিকারিরা ছিল তাহারদিগকে দূর করিয়া আপনার অভিমত ব্রাহ্মণেরদিগকে সেই অধিকার দেন এবং তাহাতে যে দেবস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আপন বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি দেবত্র হয়। এই বিষয় যদি অধ্যক্ষেরা গ্রাহ্য করিতেন তবে ঐ এক জন বিনা তাবৎ হিন্দু লোকেরদের অসন্তোষ হইত তৎপ্রযুক্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন না এবং অন্য কোন লোক এই রূপ দরখাস্ত আর না করে এই নিমিত্ত সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই মত অনুভব হয় যে শ্রীশ্রীযুত পূর্ব্বে কল্প করিয়াছিলেন যে গঙ্গাসাগরের তাবৎ ভূমি ভাগ্যবান হিন্দু লোকেরদের বসতি প্রভৃতির নিমিত্ত তাহারদিগকে দিবেন কিন্তু কপিল দেবের মন্দিরের অধিকার ও সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তি যাত্রিক লোকেরদের নিবাসস্থান কতক ভূমি কাহাকেও দিবেন না। এই বিবেচনার কারণ শ্রীশ্রীযুতের নিকটে অধ্যক্ষেরা নিবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন ও তাঁহার আজ্ঞা পাইলে অধ্যক্ষেরা কপিল দেবের মন্দির ও এক হাজার বিঘা ভূমি আপনারদের আয়ত্তে রাখিবেন তাহাতে অন্যের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না।

(২৪ জানুয়ারি ১৮২৯ । ১৩ মাঘ ১২৩৫)

গঙ্গাসাগর।—১০।১২ বৎসর হইল এতদ্দেশের কর্ত্তারা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবদিগকে

গঙ্গাসাগরে জমীদারী করিতে অনুমতি দিলেন ইহাতে ঐ স্থানের সকল বন কাটিবার নিমিত্তে এবং শস্যাদি জন্মাইবার নিমিত্তে এক কোম্পানি স্থির হইয়াছিল প্রত্যেক অংশিতে এক হাজার টাকা করিয়া সহী করিলেন কিন্তু সকল অংশিরা সেই লেটায় প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না তাহাতে কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাজন সাহেবেরা ঐ গঙ্গাসাগরের কএক ভাগ অংশ করিয়া লইয়া সেখানকার বন কাটিতে এবং শস্যাদি জন্মাইতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু বারম্বার তাহারদের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হইল যেহেতুক সে স্থান অতিশয় পীড়াজনক এবং বন কাটিতে২ কতক জন মজুর ও সাহেব লোক জরগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরগত হইলেন এবং সেই মিথ্যা উদ্যোগে তাঁহারা অনেক টাকা ব্যয় করিলেন তথাপি তাহারা তাহাহইতে নিরস্ত হইলেন না কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল দেখা যাইতেছে যেহেতুক অনেক স্থানের বন কাটাইয়া এক্ষণে তাহাতে অনায়াসে শস্যাদি জন্মিতেছে এবং সেইখানে অনেক কৃষকেরা বাস করিতেছে ও এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের অধীনে যে ভূমি আছে তাহাপেক্ষা এক্ষণে গঙ্গাসাগরের ভূমির অধিক মূল্য হইয়াছে কৃষকেরদের জমীদার সাহেবের সঙ্গে কখন কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই এবং তাহারদের খাজানা কখন কিছু বাকী থাকে না এবং সেই স্থানে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ হওয়া অবধি কোন দাঙ্গাপ্রভৃতিও হয় নাই এবং সেখানে পোলীসের কোন চাপরাসিও নাই।

কলিকাতাহইতে আট ক্রোশ অন্তরে বজবজের সম্মুখে যে এক হাজার বিঘা ভূমি এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবের জমীদারীর মধ্যে আছে সেই ভূমি হেষ্টিংস সাহেবের আমলের পূর্ব্বে একজন ইংগ্লণ্ডীয়কে দেওয়া গিয়াছিল এবং সেই অবধি তাহাতে তাঁহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে যে সম্বাদ শুনা যাই'তছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য সেখানকার রাইয়তেরা এমত সুখে বাস করিতেছে যে তাহারদের নিকটে খাজানা আদায়ের কারণ কখন কোন লোক পাঠান যায় না এবং তাহারা আপনারা আসিয়া খাজানার টাকা দেয় সেই জমীদারী এক নালার দ্বারা এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের ভূমিহইতে বিভক্ত আছে সেই নালার যে পার্শ্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ভূমি আছে তাহাহইতে তাহাতে দ্বিগুণ খাজানা পাওয়া যায়।

(২৩ ডিসেম্বর ১৮২৬। ৯ পৌষ ১২৩৩)

কলিকাতার বৃত্তান্ত।—এই মহানগর কলিকাতা পূর্ব্বে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই সংরকে খালকাটা বলিত আরো শুনা গিয়াছে যে ইংরাজেরা যখন এ দেশে প্রথম আগমন করিলেন তখন তাঁহারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ আওরংজেবহইতে একখানি খাল অর্থাৎ চামড়ার মাপের জমি উপঢৌকন অর্থাৎ সওগাত পাইয়াছিলেন ইংরাজেরা সেই মাপের জমি এই স্থানে লওয়াতে ইহার নাম খালকাটা হইল কিন্তু পূর্ব্বে ইহার নাম আলিনগর ছিল যখন আওরংজেব বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি অর্থাৎ সলা হইল তখন মেং চারনক সাহেব ইংরাজ কোম্পানির তরফ অধ্যক্ষ হইয়া হুগলিহইতে কুঠী

উঠাইয়া শেষে ১৬৮৯।৯০ সালে কলিকাতায় বসতি করিলেন এবং শত বৎসর গত না হইতে এই স্থান এক প্রধান নগর এবং রাজধানী হইল প্রথমতঃ এই দেশে মেং চারনক সাহেব আসিয়াছিলেন ইঁহার বড় সাহস ছিল কিন্তু যুদ্ধে বড় নৈপুণ্য ছিল না।

১৬৭৮।৭৯ সালে এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বেশভূষাদি করিয়া আপন স্বামির শবসহ সহগমী হইতে উদ্যতা হইবাতে ঐ মেং চারনক সাহেব তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বল দ্বারা আনিয়া তাহার সহিত বহু দিবস সুখেতে কালযাপন করিয়াছিলেন পরে তাহার ক্ষেত্রে ঐ সাহেবের ঔরষে কয়েক সন্তানও জন্মিয়াছিল পরে ঐ যুবতীর কালপ্রাপ্তি হওয়াতে সাহেব অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে কয়েক ক্রোশ অন্তর যাহাকে এক্ষণে বারাকপুর বলা যায় ঐ স্থানে চারনক সাহেব এক বৃহৎ বাঙ্গলা ও বাজার বসাইয়াছিলেন সে নিমিত্ত তদবধি ঐ স্থানকে চারনক অর্থাৎ চানক কহা যায়।

মেং চারনক সাহেব ১৬৯২ সালে ১০ জানুআরিতে পরলোকগত হন কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিরদিগের জীবিতেরদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই মেং চারনক সাহেব আপন স্থাপিত ঐ দেশ এতাদৃশ সুশোভিত দেখিয়া কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন তাহা বক্তব্য নহে যাহা হউক ঐ সাহেবের নাম কীর্ত্তিদ্বারা অদ্যাপি সুপ্রকাশিত আছে এবং সকলের প্রার্থনা এই যে এই মহানগর কলিকাতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক খেদের বিষয় যে পূর্ব্বে দিল্লী ও কনোজপ্রভৃতি অতিরম্য স্থান ছিল এক্ষণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।—সং চং।

(১১ ডিসেম্বর ১৮২৪। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩১)

যাতায়াতে সুগম।—জানা গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত যে নূতন পথ হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পথিক সাহেব লোকেরদিগের থাকিবার কারণ সাত২ ক্রোশ অন্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক২ বাঙ্গালা ও পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ বিশ্রামস্থান বত্রিশটা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই২ কুঠরি করা গিয়াছে যে এক সময়ে দুই সাহেব উপস্থিত হইলে স্থানাভাব না হয়। ঐ সকল স্থানে উপযুক্ত ভৃত্যগণও নিযুক্ত আছে।

রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার হওয়াতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকের গমনাগমনের অতিশয় উপকার হইয়াছে যেহেতুক তাম্বু কানাত প্রভৃতি দ্রব্য সঙ্গে লইবার কিছু আবশ্যকতা নাই। অনুমান করি যে এখন নৌকাযোগে গমনাগমন ক্লেশ ও বিলম্বাসাধ্য জানিয়া অনেকে এই পথাবলম্বন করিবেন। গমনকর্ত্তা পূর্ব্বে ডাকের অধ্যক্ষের নিকট সমাচার জানাইলে পর তাহার গমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক।

কলিকাতাহইতে গঙ্গা পার হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল এবং কাশীর নিকট

সিকরোলস্থ ইংগ্নণ্ডীয় শিবিরের পার্শ্বে শেষ মঞ্জিল। ইহার বার্ষিক মেরামত আগামি ১৫ দিসেম্বরপর্য্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।

(২৩ জুলাই ১৮২৫। ৯ শ্রাবণ ১২৩২)

কাশী।—সংপ্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতা অবধি কাশী-পর্য্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে সে সকলের উপর রজ্জুময় সেতু হইয়াছে অতএব গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং অনায়াসে ডাক গমনাগমন করিতেছে কলিকাতা হইতে কাশীপর্য্যন্ত যে পথ তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধা পাঁচ নদীর উপর পাঁচ সেতু আছে সে পাঁচ সেতু এই২ স্থানে স্থাপিত। প্রথমতো বিষ্ণুপুরের নিকট বিরাই নদীতে ছেয়াশী হাত লম্বা এক সেতু দ্বিতীয়তো বাঁকুড়ার পশ্চিম দুই দিবসের পথ দম্বারা নামে নদীতে এক শত দশ হাত লম্বা এক সেতু। তৃতীয়তঃ শহর ঘাটির প্রদেশে হাজারিবাগের পশ্চিম আট ক্রোশ অন্তর ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু। এই সেতু ১৮২৫ শালের মে মাসে স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্থত ঐ হাজারিবাগের পশ্চিম পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর ঘুগিতড়া নদীতে এক শত হাত লম্বা এক সেতু সে সেতু ১৮২৪ শালের মে মাসে স্থাপিত হয়। পঞ্চমতঃ কাশীহইতে আটার ক্রোশ অন্তর কর্ম্মনাশা নদীর উপর দুই শত বার হাত লম্বা এক সেতু মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের ব্যয়েতে প্রস্তুত হইয়া গত বৎসরে স্থাপিত হইয়াছে। ভৈরব নদের সেতু ব্যতিরেকে অন্য তাবৎ সেতুই তারলিপ্ত নারিকেলের কাতায় নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু ভৈরব নদের সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্ম্মিত হইয়াছে এই বৃক্ষ রামগড়ের নিকট পর্ব্বতে অধিক জন্মে।

এই সকল সেতুব্যতিরেকে আলিপুরের নিকট বেত্রনির্ম্মিত এক সেতু আছে সে সেতু পশ্চাৎ শ্রীহট্টে যাইবেক। আমরা শুনিয়াছি যে মন্দ্রাজ ও বোম্বের বড় সাহেবেরা আজ্ঞা দিয়াছেন যে সে দেশের মধ্যে যেখানে২ সেতুর প্রয়োজন হইবেক সেখানে এইরূপ রজ্জুময় সেতু হইবেক।

শিবচন্দ্র রায় মহারাজা সুখময় রায়ের চতুর্থ পুত্র। সুখময় ছিলেন কলিকাতা পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ওরফে নকু ধরের দৌহিত্র। এই নকু ধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তাঁহার সম্বন্ধে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ১৮৪৯, ১১ই ডিসেম্বর তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন উদ্ধৃত করিতেছি :—

"৺নকুধর নামক বিখ্যাত ধনী যিনি এতদ্দেশে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্থাপনের মূলীভূত ছিলেন, প্রথম সময়ে ইংরেজেরা যখন দীনভাবে বণিক বৃত্তি করিতে আইসেন তখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরেজদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, সেই সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরেজদিগের এক খানা নৌকা ডুবিয়া যায়, সে নৌকাতে লোক এবং দ্রব্যাদি যত ছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল কেবল মহাবল একজন গোরা খালাসি ভাসিতে২ গঙ্গার পূর্ব্ব কূলে আসিল, নকুধর তখন গঙ্গার কূলে বসিয়া জপ

করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় গোরাকে ভৃত্যদিগের দ্বারা উপরে উঠাইয়া বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন, তাহাতেই ঐ গোরা বহুদিন নকুধরের বাটীতে থাকে, এবং তাহার সহিত কথোপকথনে নকুধর ইংরেজি ভাষার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, সেই ইংরেজিতে ইংরেজেরা নকুধরকে দোভাষী করিলেন, কোন ইংরেজ দুই প্রহর রাত্রিতে টাকা চাহিয়াছেন নকুধর দিয়াছেন, নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া এতদ্দেশে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে স্থাপিত করেন, সেই নকুধরের জামাতা (?) সুখময় নামক ব্যক্তিকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই রাজা সুখময় রায় বাহাদুরনামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ঐ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর, তৎপুত্র রাজা রাজনারায়ণ রায় তাঁহার পোষ্য পুত্র রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়..."

(১৬ আগষ্ট ১৮২৩। ১ ভাদ্র ১২৩০)

হিতে বিপরীত।—সকলে অবগত আছেন যে ভৈরব নদ উত্তরহইতে আসিয়া মোং সিংহনগরের নীচে দিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া বাদাবনে মিলিত হইয়াছে কিন্তু কতক কাল হইল ঐ সিংহনগরের নীচে ইচ্ছাবতী অর্থাৎ ইছামতী নদী ঐ ভৈরবহইতে নির্গতা হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়াছে। কাল ক্রমে ইছামতী নদীর প্রাবল্য হওয়াতে ভৈরবের ঐ ধারা বন্দ হইয়া ক্রমে২ ঐ সিংহনগরের নীচে ভৈরবের মোহনা প্রায় মারা পড়িয়াছিল। কোন২ বৎসর বন্যা অধিক হইলে ঐ ভৈরব নদ বহতা হইত অন্য সময়ে ঐ স্থানে জলবিন্দুও থাকিত না তৎপ্রযুক্ত গত বৎসর শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদর ঐ নদ পুনর্ব্বার বহতা করিবার কারণ তদুপযুক্ত খরচ ও এক সাহেবকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারা সেখানে গিয়া বাদাবন গমনশীল ভৈরবের প্রবাহ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া ঐ নদের মধ্যে২ যেখানে বক্রতা আছে তাহা কাটিয়া সোজা করিয়াছেন এবং যে মোহনা বন্ধ করিয়াছেন তাহার উত্তরে এক নূতন খাল কাটিয়াছেন তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে এই নূতন খাল দিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত ঐ নদ মিলাইলে বাণিজ্য ব্যবসায় করণের এবং যশোহর ও ঢাকা শহরপ্রভৃতি গমনাগমনের অতিসুগম হইবে কিন্তু তাহাতে এ বৎসর বিপরীত হইয়াছে অর্থাৎ অভিপ্রেত পথ দিয়া জল নির্গত হয় না এবং বাদার মোহনাও দৃঢ়রূপে বন্ধ এবং বন্যাও এ বৎসর অতিশয় এবং বর্ষাও তাদৃশী এই নানা কারণেতেও জলবৃদ্ধি হইয়া দশ বারো ক্রোশের গ্রাম সকল জলপ্লাবিত হইয়াছে ইহাতে লোকের ও পশুর ও প্রস্তুত আউস ধান্যের ও কৃষিকর্ম্মের যে প্রকার অবস্থা তাহা লেখা যায় না। যদি ইহার কোন উপায় না হয় এবং বন্যার আরো বৃদ্ধি হয় তবে মনে করি যে বরিশালের অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে।

(১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২)

চুঁচুড়া।—৭ মে শনিবার চুঁচুড়া নগর ইংলণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন স্থির হইলে শ্রীযুত বেলাই সাহেব ও শ্রীযুত স্মাইথ সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ দিন অতি প্রত্যূষে চুঁচুড়াতে গিয়া ঐ শহরের

বড় সাহেব শ্রীযুত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন যেহেতুক চুঁচুড়া নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচুড়ার বড় সাহেব হলণ্ডীয় অধিপতিকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধারানুসারে সকল কর্ম্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজ পত্র ঐ দুই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচুড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগপর্য্যন্ত উঠিত যে হলণ্ডীয় নিশান সে নীশান নীচে নামান গেল। তখন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে এই স্থান এত দিনপর্য্যন্ত হলণ্ডীয়েরদের অধিকার ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলণ্ডীয় নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।

(৮ অক্টোবর ১৮২৫ । ২৪ আশ্বিন ১২৩২)

চুঁচুড়া ॥—সকলেই জ্ঞাত আছেন যে চুঁচুড়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে সংপ্রতি শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানকার প্রজারদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে সৈন্যের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।

নানা কথা

(১৫ মে ১৮১৯ । ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

ডাকাতি।—এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যেং হয় এমত শুনিতে পাইতেছি এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি না হয় কিন্তু এমত থাকিবে না পূর্ব্ব এই অঞ্চলে এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক পাচ সাত জন একত্র না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জিলাতে অনেক ডাকাতি জমা হইয়াছিল তাহারদের সরদার বিশ্বনাথ বাবুনামে এক দুরন্ত ডাকাতি ছিল তাহার হুকুমে দিনে ও রাত্রি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক আছে যে তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।

(৩ মার্চ ১৮২১ । ২১ ফাল্গুন ১২২৭)

বেগম সমরু।—উজ্জয়নীহইতে দিল্লীর সমাচার আসিয়াছে যে বেগম সমরু শ্রীযুত নবাব নসীরদ্দৌলাকে বিবাহ করিবেন এমত স্থির করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীশ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এই উভয় জনের পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।

'নসীরদ্দৌলা' নামেও স্যর ডেভিড অক্টারলোনী পরিচিত ছিলেন।—"সেখানে [উজ্জয়িনীতে] জনরব হইয়াছে যে নবাব শ্রীযুত নসীরদ্দৌলা অর্থাৎ শ্রীযুত সর ডেবিদ আক্তরলোনী সাহেব তৎপ্রদেশের সুবেদার হইবেন।"—সমাচার দর্পণ, ১৩ অক্টোবর ১৮২১।

(৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮)

বেগম সমরু।—উত্তরের আখবারদ্বারা সমাচার জানা গেল যে মোকাম সরধানার শ্রীশ্রীমতী বেগম সমরুর জন্মতিথি ১০ মে তারিখে হইয়াছে সে দিবসে তাহার ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।

সার্দ্ধানার অধীশ্বরী বেগম সমরুর জন্মতারিখ লইয়া মতভেদ আছে। উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা তাঁহার জন্মতারিখ—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। বেগম সমরুর অলৌকিক জীবনকথা আমি বাংলা ও ইংরেজীতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি।

(১০ আগষ্ট ১৮২২। ২৭ শ্রাবণ ১২২৯)

কলিকাতার লোকসংখ্যা।—আটার শত সালে পুলিসের সাহেব লোকেরা কলিকাতার লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ লিখিয়াছিলেন পরে আটার শত চতুর্দ্দশ শালে আর একবার গণনা হইয়াছিল তাহাতে জানা ছিল সাত লক্ষ কিন্তু পুলিসের সাহেব লোকেরা কি অনুসারে গণনা করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। কিন্তু নূতন তহশীলদার চারি জন যে হইয়াছিল তাহারদের দ্বারা পুলিসের অধ্যক্ষেরা পুনর্ব্বার গণনা করিয়াছেন যে কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালা তের হাজার আট শত আটত্রিশ। মুসলমান আটচল্লিশ হাজার এক শত বাবট্টি। হিন্দু এক লক্ষ আটার হাজার দুই শত তিন। চীন দেশীয় চারি শত চৌদ্দ। একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর।

(১ জানুয়ারি ১৮২৫। ১৯ পৌষ ১২৩১)

গত বৎসরের মধ্যে আমারদের জ্ঞাতসারে যেং কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।···

১ মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার জরনেল আপিসে এক নূতন ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।

২৮ মার্চ্চ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য কর্তৃক গোয়াহাটী আয়ত্ত হয়।

২৬ জুন তারিখে কলিকাতাতে বেদ পাঠার্থে গৌড়ীয় সমাজ নামে এক সভা হয়।

১৫ জুলাই তারিখে কলিকাতা নগরে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদুরকর্তৃক মহম্মদী পাঠশালা স্থাপিতা হয়।

২ আগস্ত তারিখে কলিকাতা নগরে কলিকাতা বাঙ্ক নামে নূতন বাঙ্ক হয়।

৬ আগস্ত তারিখে কলিকাতানিবাসি প্রধান গায়ক হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

(২১ জানুয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২)

১৮২৫ শালের মধ্যে এতদ্দেশে আমারদের জ্ঞাতসারে যত প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

* * *

খিদিরপুরের খালের উপর লৌহময় নূতন সেতু হয়।

সিপাহীরদের মধ্যে গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক শপথ উঠিয়া যায়।

৮ জানুআরি তারিখে গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে কলিকাতার ভূমির খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

শহর শ্রীরামপুরে শ্রীযুত বাবু নীলমণি হালদার নূতন ছাপাখানা করেন।

জলকর বিষয়ে নূতন আইন হয়।

জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাশুলবিষয়ে নূতন আইন হয়।

কলিকাতার কোম্পানির কালেজের অন্তঃপাতি সংস্কৃত যন্ত্রালয় নামে এক নূতন ছাপাখানা হয়।

(৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২)

কলিকাতার নকসা।—অল্প দিবস হইল কলিকাতায় মেজর নক সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতা নগরের এক নকসা প্রস্তুত হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে এ অতিপ্রধান কর্ম্ম হইয়াছে। ঐ নকসাতে প্রত্যেক রাস্তা ও গলি এবং সে সকলের পরিমাণপর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সে এমত বাহুল্যরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে তাহাতে অনেক স্থানে বৃহৎ২ বাটী ও সেই বাটীর স্বামিরদের নামও লিখিত আছে। যাহারা কলিকাতার সৌন্দর্য্য ও বৃহত্ত্ব দর্শন করিতে বাসনা করেন তাহারা ঐ নকসা ক্রয় করিলে অনায়াসে স্পষ্টরূপে তাবৎ জানিতে পারিবেন।

অল্পকালেতে যে কোন নগর এমত বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে ইহা আমরা প্রায় কখন শুনি নাই। চিতপুরের যে ব্যাঘ্র ভীতি তাহা অদ্যাপি লোকেরা কহে এবং যাহারা চৌরঙ্গির বন দর্শন করিয়াছে এমত লোকও অদ্যাপি আছে।

(১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

মেপ অর্থাৎ দেশের নকসা।—ইংগ্লণ্ডদেশে এক জন সাহেব ভারতবর্ষের নকসা খুদিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে নানা দেশ ও নদী ও পর্ব্বত ও নগরপ্রভৃতির নাম দিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। বাঙ্গলা অক্ষরে এরূপ নকসা ইহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই এইহেতুক ঐ মেপের উপর এমত লিখিত আছে যে ভারতবর্ষের প্রথম বাঙ্গালা নকসা এই।...প্রত্যেক সাদা মেপের মূল্য ১০ দশ টাকা এবং অপ্রস্তুত মেপের মূল্য ৮ আট টাকা নিরূপিত হইয়াছে।

(১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২)

বাষ্পের জাহাজ।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্লণ্ডদেশ-হইতে বাষ্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পহুঁছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে

আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।

(১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬)

নেপালেতে কাগজের মূল বস্তুহইতে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা যে অতিশয় দৃঢ় ও চিরস্থায়ি তাহা সংপ্রতি দৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কাল হইল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ব্যাঙ্ক নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে ইহার পূর্ব্বে প্রাপ্ত সকল কাগজহইতে তাহার উপরে শ্রেষ্ঠতমরূপে মুদ্রা হইয়াছে যদি ইহার মূল বস্তু প্রচুররূপে পাওয়া যাইত তবে তাহা এ দেশহইতে যে এক রপ্তানীর বস্তু হইত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা সে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন তাঁহারদের স্থানে আমরা শুনিয়াছি যে বর্ত্তমান কালে কাগজের যন্ত্রে যোগাইবার উপযুক্ত এই কাগজীয় বস্তু নেপালদেশে উৎপন্ন হয় না।

শণ যদি চূর্ণেতে ডুবান না যায় এবং ঢেঁকির আঘাত যদি তাহাতে না হয় তবে তাহা হইতে উৎপন্ন যে কাগজ তাহা আমারদের দৃষ্টে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত বোধ হয় তাহা প্রায় পার্চমেণ্টের তুল্য শক্ত এবং কীটের অভেদ্য। কিন্তু তাহা এমত দৃঢ় যে তিমিজাত ছাট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয় তাহার তিনগুণ পরিশ্রম ইহা চূর্ণকরণে লাগে এই নিমিত্তে অধিক ব্যয় না হইলে সেই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না।

(১ আগষ্ট ১৮২৯। ১৮ শ্রাবণ ১২৩৬)

দীর্ঘজীবী।—জিলা নবদ্বীপের উখড়া পরগনার মধ্যে শিমহাট গ্রামের শ্রীযুত রামশরণ ভট্টাচার্য্যের বয়ঃক্রম ১১০ এক শত দশ বৎসর হইয়াছে অদ্যাপিও আহার বিলক্ষণ আছে এবং এক পোআ পথের মধ্যে গমনাগমনে কাতর নহেন বুদ্ধির ভ্রম কিছুমাত্র হয় নাই শ্রবণপথের ব্যাঘাতের বিষয় কি স্থূল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই ইহাতেই অনুমান হয় আরও দশ বৎসর স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারেন। আমারদিগের এ প্রদেশে এতাদৃশ বয়স্ক মনুষ্য সংপ্রতি দেখা শুনা যায় নাই…।—সমাচার চন্দ্রিকা।

দ্রষ্টব্য :—এই অংশটি ১২৪ পৃষ্ঠার গোড়ায় বসানো উচিত ছিল।

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ২৫ মাঘ ১২২৫)

মরণ।—মোকাম কলিকাতার বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয় কর্ম্মদ্বারা অনেকের উপকার করিয়াছেন ও আশ্রিত অনেক লোকেরদিগের প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিও ঐহিক সুখভোগ যথেষ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি ১ ফেব্রুআরি ২০ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি ছত্রিশ বৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কারণ অনেকে খেদ করিতেছে।

এই শিবচন্দ্রই বহু অর্থব্যয়ে বাগবাজারে 'গংক্ষীর দলে'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'বঙ্গদূত' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম বর্ষের কতকগুলি সংখ্যা আছে; তাহা হইতে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইল। 'বঙ্গদূত' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সনের ১০ই মে তারিখে। প্রথম বৎসরে ইহার সম্পাদক ছিলেন—নীলরত্ন হালদার। দ্বারকনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় কাগজখানি প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সকলেই মাস-তিনেকের জন্য ইহার স্বত্বাধিকারীও ছিলেন।

'বঙ্গদূত' পত্রের শিরোভাগে এই দুইটি কবিতা শোভা পাইত :—

'সংগোপনেন্ন বিবৃতিং প্রবদন্তি দূতাঃ সর্ব্বৈনতত্র সুজনাহিত মজ্জ্যাপেতাঃ।
কিন্ত্বাখিলার্থ কল্পনাদ্যহ দেশভূত প্রজ্ঞাময়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ॥
অন্য অন্য দূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে॥
অতএব সাধারণ, সর্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত॥

'বঙ্গদূতে'র শেষ পৃষ্ঠার শেষে লেখা থাকিত :—"এই বঙ্গদূত প্রতি শনিবার রাত্রে মুদ্রিত থাকিবেন রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকাশের সহিত প্রকাশ পাইবেন ইহার মাসিক বেতন ১ তঙ্কা মাত্র।..."

শিক্ষা

(১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৬)

শিমুলাতে স্কুল।—শিমুলার এমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীযুত মেকালি সাহেবনামে একব্যক্তি এক স্কুল করিবেন কল্প হইয়াছে তথায় ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য সংস্কৃত লাটিন প্রভৃতি পাঠের আলোচনা হইবেক দুইপ্রকার হার হইয়াছে শুনিতেছি যে পারস্য সংস্কৃত এবং লাটিনের পাঠে ৪ চারিমুদ্রা আর তদ ভিন্ন ভাষা সকলের অধ্যয়নে তিনমুদ্রা মাসিক বেতন লাগিবেক আমরা অনুষ্ঠান পত্রাবলোকনে দেখিলাম যে বালকের বয়ঃক্রমের বিবেচনা বুঝি ইহাতে নাথাকিবেক অর্থাৎ অধিক বয়স্ক ব্যক্তিরাও পাঠ করিতে পারিবেন ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম কেননা অন্য২ পাঠ শালায় বয়ঃক্রমের বিবেচনা জন্য অনেকজন পাঠাভিলাষ করিলেও অধিক বয়ঃক্রম জন্য তাহা হইতে পারিত না ইহাতে হইবার সম্ভাবনা বটে অনুমান করিতেছি পাঠশালা অগোণেই খুলিবেন ইতি।

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬)

সাম্বৎসরিক পরীক্ষা।—শ্রীযুত ড্রেমণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত উইলসন সাহেবের ধর্ম্মতলা একেডেমি নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা ও তজ্জন্য অনেক

সাহেব ও বিবি লোকের সমাগম হইয়াছিল শ্রীযুত রিবেরেণ্ড উলিএম আদম সাহেব এবং শ্রীযুত ড্রেজেরিও সাহেব পরীক্ষা লইলেন কুমার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি ৮৬ জন বালক অপূর্ব্ব রূপে বিবিধ শাস্ত্রের পরীক্ষা দিলেন পরে বিজ্ঞ অধ্যাপকেরদের কর্তৃক কোনং বালক পুস্তক ও কেহং রৌপ্যনির্ম্মিত গোলাকৃতি বিশেষে গ্রথিত হার স্বরূপ উপহার পাইয়াছেন।—সং কৌং

সাহিত্য

(৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬)

আসামবুরঞ্জি।—পূর্ব্বে বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন্ মহাশয়ের আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ রচনার সংঘোষণা করা গিয়া ছিল এক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ঐ বিজ্ঞ মহাশয় কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরণ হইতেছে। এই খণ্ডে আসামের রাজ বিবরণ সমাপন হইয়াছে পরে রাজশাসন ও অন্যং প্রকরণ ভিন্নং খণ্ডে ক্রমেং সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে প্রদান হইবেক এমত প্রতিজ্ঞা দেখা যাইতেছে। অতএব রচনা কর্ত্তার এপ্রকার সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ কীর্ত্তিতে কে না ধন্যবাদ করিবেন……।

(১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬)

…ছাপা যন্ত্রে সমাচার প্রচার হইয়া থাকে তাহারি বৃত্তান্ত লিখিতেছি…।

সমাচার পত্রের নাম	অধ্যক্ষের নাম
ইংরাজী ভাষায় প্রত্যহ প্রকাশ হয়॥	
১। বেঙ্গাল হরকরা ও ক্রাণিবল্	সেমিন্টুয়ল স্মিথ এণ্ড কোং
২। জানবুল	মেং জার্জ প্রিচার্ড
৩। কলিকাতা গেজেট	মেং বিলিয়ম হালক্রাফ্ট
সপ্তাহে দুইবার অথবা তিনবার প্রকাশ হয়॥	
১। গবরণমেন্ট গেজেট	মেং জি, এচ, হটমান্
২। ইণ্ডিয়া গেজেট	মেস্তয়র্স টি, বি স্কাট এণ্ড কোং
৩। বেঙ্গাল্ ক্রাণিবল	মেস্তয়ার্স সেমিউয়ল স্মিথ এণ্ড কোং
সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র।	
১। বেঙ্গাল্ হেরাল্ড	মেস্তয়র্স সেমিউয়ল্ স্মিথ এণ্ড কোং
২। লিটেরেরী গেজেট	ঐ ঐ
৩। ওরেন্টেল্ অবজর্বর	মেং জার্জ প্রিচার্ড

সাপ্তাহিকদ্রব্য মূল্য।

১। কলিকাতা একস্চেঞ্জ প্রাইস করেন্ট — মেকেঞ্জিলাইয়ল এণ্ড কোং
২। কলিকাতা উইকলী প্রাইস করেন্ট — সেমিউয়ল্স্মিথ এণ্ড কোং
৩। ডোমেষ্টিক রিটৈল প্রাইস করেন্ট — মোণ্ট ডিরোজারিও

শ্রীরামপুরে ইংরাজী বাঙ্গালা প্রকাশ হয়।

১। সমাচার দর্পণ — মেং জান মার্শমন

কলিকাতাতে পারস্য ভাষায় সাপ্তাহিক সম্বাদ।

১। জামিজাহাঁনুমা — শ্রীযুত হরিহরদত্ত

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয়।

		Editor
১।	বঙ্গদূত	শ্রীযুত নীলরত্নহালদার
২।	সমাচারচন্দ্রিকা	শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩।	সম্বাদ কৌমুদী	শ্রীযুত হলধর বসু
৪।	সম্বাদ তিমিরনাশক	শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন দাস

এতদ্ভিন্ন ইংরাজিতে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক ছাপা হইয়া প্রতি নিয়ত প্রকাশ পায় এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রালয়ে অনেকানেক গ্রন্থ ইংরাজি পারস্য ও দেবনাগর ও বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সংখ্যা লিখনাতিরিক্ত অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্রের কিপর্য্যন্ত বিস্তার হইয়াছে ও তদ্দ্বারা নানা দেশীয় সমাচার ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনায় লোকের কীদৃক্ উপকার দর্শিতেছে।

পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় কেবল আমারদিগের ধর্ম্ম ছাপায় এক্ষণে সেভয়ে নির্ভয় হইয়া অনেকে চক্ষুঃপ্রকাশ পূর্ব্বক ছাপার পত্র দেখিয়া থাকেন যেহেতুক যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করিয়াছেন যে সেপত্রে পাত্রতা লাভ হয় যথা একস্থানে বসিয়া অনায়াসে বহু দর্শনে বহুদর্শী হইতে পারেন॥

সমাজ

(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

মহামহিম শ্রীযুত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারা বিষয়ক॥—প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে ইং ১৮১৪ সালে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরেরা ২০ বৎসরের নিমিত্তে এই বাঙ্গালা-দেশ শ্রীল শ্রীযুত ইংলণ্ড পতির নিকট হইতে ইজারা লইয়াছেন সেই ইজারার মিয়াদের শেষ প্রায় নিকটবর্ত্তী হইল ইহাতে লিবরপুল দেশস্থ প্রধান মহাজনেরা ঐ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির-

দিগের পুনশ্চ নূতন ইজারা লণ্ডনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদ্যোগ পাইতেছেন ইহঁারা এ-নিমিত্তে গত জানের মাসের ২৮ তারিখে এক সভা করিয়াছিলেন ইহাতে এই প্রস্তাব হইল যে চীন দেশে ফ্রিত্রেডর অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবার বিষয়ে যে নিয়মিত বাধা আছে তাহা মোচন হইলে ঐ রাজধানীর এবং ইংরাজ অধিকারস্থ বঙ্গদেশ সকলের বিস্তর লভ্য জনক হয় এবং আরো প্রস্তাব হইল যে পূর্ব্ব হইতে ফ্রিত্রেডর হইয়া এতদ্দেশে দ্রব্যাদি সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে অধিকন্তু ঐ প্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় আরো বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার প্রমাণ দর্শাইলেন তদনন্তর বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা নীলের চাষ করিয়া প্রতিবৎসর প্রায় দেড়-কোটি টাকার নীল উৎপন্ন করিতেছেন ইহাতে বঙ্গদেশের ভূমি বিপর্য্যস্ত উর্ব্বরা তাহা এই প্রমাণেই সাব্যস্ত করিলেন॥

(১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬)

যশোহর।—যশোহরের নীলের কৃষিকর্ম্মকরণ বিষয়ে এবং তদ্‌ঘটিত আইনের বিষয়ে কলিকাতায় ইংরাজী সমাচারের কাগজে অনেক লিখনপঠন হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে ইংরাজী ১৮২৩ সালে নীলকর সাহেবেরদের প্রজা লোকের সহিত বন্দোবস্ত করণ বিষয়ে যে আইন হইয়াছিল তাহার অর্থ সংপ্রতি সরকারী কর্ম্মকারক সাহেবেরা এই মত করিয়াছেন যে তাহাতে নীলকর সাহেবেরা আপনারদের ক্ষতির বিষয়ে অতিশয় ভাবিত হইয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রকৃতার্থ আমরা অবগত নহি কিন্তু অনুমান করি যে সেই আইনে এমত লিখিত আছে যে যদি প্রজা লোক নীলকর সাহেবের স্থানে দাদনী লইয়া নীলের আবাদ তরদ্দুদ না করে তবে ঐ সাহেব ঐ প্রজার নামে নালিশ করিয়া দাদনীর টাকা ও সেই টাকার শতকরা বার্ষিক বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া তাহার স্থানে পাইতে পারেন এক্ষণে এমত অনুমান হয় যে কর্ম্মকারক সাহেবেরা তাহার এই অভিপ্রায় বোধ করিয়াছেন যে কোন প্রজা লোক নীলের দাদনী লইয়া কালক্রমে তাহার চাসবাস করিতে না পারিলে ঐ দাদনীর টাকা এবং শতকরা বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া সুদসমেত দাদনীর টাকা ফিরিয়া দিলে প্রজা লোক ঐ দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে।

এই বিবেচনাতে সেখানকার নীলকর সাহেবেরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তাঁহারা কহেন যে যদি আইনের অর্থ এইরূপ করা যায় তবে কোন প্রকারে নীলের কর্ম্ম সমাপ্ত করা যাইতে পারে না যেহেতুক যদি কোন ব্যক্তি আক্টোবর মাসে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা নীলের দাদনি দেন তবে এইমত হইতে পারে যে এপ্রিলমাসের পূর্ব্বে নীলের কিছু আবাদ হইতে পারে না যদি প্রজা লোকেরা এই সাত মাসের মধ্যে সেই টাকা অন্য কাহার স্থানে টাকা প্রতি ৵১০ অর্দ্ধ আনা সুদে কর্জ দিয়া থাকে তবে তাহারা এপ্রিল মাসে শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদ ও দাদনীর টাকা অক্লেশে ফিরিয়া দিতে পারে এবং যদি সকল প্রজালোক

এইরূপ করে তবে কোন প্রকারে সেই বৎসরে নীল জন্মিতে পারে না এবং যে ব্যক্তি এরূপে নীল পাওনের ভরসাতে এরূপ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তিনি সহজে দেউলিয়া হইতে পারেন যেহেতুক তিনি যখন ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাদনী দিয়াছেন তখন তিনি অবশ্য চাকর নফরের মাহিয়ানাতে এবং অন্যঅন্যপ্রকারে আর ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন অতএব যখন তিনি নীল পাওনের ভরসা করেন সেই সময়ে যদি তাঁহার এ দাদনীর ৫০ হাজার টাকা ও তাহার সুদ ফিরিয়া দেওয়া যায় তবে যেরূপ ক্ষতি হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

নীলকর সাহেবেরা আরও কহেন যে নীলের প্রজারা সহজে আপনারদের স্বাভাবিক বন্দোবস্ত করণে অনিচ্ছুক থাকে অতএব যদি তাহারা বন্দোবস্ত হওনের আর এই উপায় জানিতে পারে তবে নীলকর সাহেবেরদের উপরে অশেষ দায় ঘটিবে।

(১১ জুলাই ১৮২৯। ২৯ আষাঢ় ১২৩৬)

শ্রীযুত বেঙ্গাল হেরাল্ড সম্পাদকেষু—

আমার পূর্ব্বপত্রে এতদ্দেশীয় লবণ ব্যাপার সংক্রান্ত কার্য্যকারকের প্রতি কোন ইংলণ্ডীয় মহাশয় কর্ত্তৃক যেসকল দোষারোপ হইয়াছিল তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় স্বীকৃত ছিলাম, অতএব এই কয়েক পংক্তি লিখিতেছি। নিবেদন এরূপ দোষারোপ সকারণ ব্যতীত নিষ্কারণ নহে, যেহেতু মনাপলী অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সংজ্ঞা সকলেরি অপ্রিয়, সুতরাং ইহাতে আপনকারদিগের তাদৃক্ ক্রোধোৎপত্তি হইতে পারে যেমন পূর্ব্বে দেড়শত বৎসর গত হইল আপনকারদিগের দেশে ডাকিনী বিদ্যার নাম শুনিলে সকলের কোপাগ্নি প্রজলিত হইত। তৎকালে তৎপ্রদেশে বৃদ্ধাস্ত্রী দেখিলেই ডাকিনী কহিত এবং তদ্দন্ড জলে মগ্ন করিয়া প্রাণদণ্ড করিত তদ্রূপ এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে লবণ ব্যাপারে ব্রতি কহিলেই তৎপ্রতি সেইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, যদ্যপি তাহাকে ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা মহত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্ব্বাক্য দ্বারা অপবাদি নাকরেন কিন্তু সাল্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, কলিতার্থ ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা এদেশীয় ভাষা সুন্দর জ্ঞাত নহেন যদি জ্ঞাত হইতেন তবে অবশ্যই তদ্ভাষায় দুর্ব্বাক্য কহিতেন, সে যাহা হউক আমার এরূপ লেখাতে এমত জ্ঞান করিবেন না যে এতদ্দেশীয় রাজকীয় কোন কর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যকারক বাঙ্গালিরদিগের দুর্নাম দূরীকরণার্থে তাবৎ লোকের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব আমি স্বীকার করিতেছি যে ষষ্টি বর্ষ গত হইল লার্ড কার্ণওয়ালিস্ সাহেব কর্ত্তৃক উপযুক্ত বেতন নিরূপণের পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা যাদৃক দোষাস্পদ ছিলেন এক্ষণে এতদ্দেশীয় বাঙ্গালী কার্য্যকারকেরা তদ্রূপ অবস্থাধীন তাদৃক বটেন। অনুমান এই যে এতদ্দেশীয় থানাদার ও আমীন ও নমকের দারোগা প্রভৃতি কোম্পানীর কর্ম্মে তিন চারিকোটি টাকা এককালে সংগ্রহ করিয়া রাজপুত্রের রাজ্য প্রস্থান পূর্ব্বক বৃহৎ

অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস করিলে করিতেও পারেন, কিন্তু পূর্ব্বকার এতদ্দেশবাসি ইংলণ্ডীয় সকলেতেও এদৃষ্টান্তের অপ্রাচুর্য্য ছিলনা যেকালে কৌন্সলের মেম্বর কেবল ষোল শত তঙ্কা বার্ষিক বেতন পাইতেন ও সুলেখক হইলে কিম্বা অঙ্কবিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য থাকিলে আটশত তঙ্কা বেতনাধিক্য হইত, কিন্তু অঙ্কনিপাতনে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে আমারদিগের স্বদেশীয়েরা আপনকারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরদিগকে অতিশয় নিন্দাবাদ করিতেন, এবং এদেশীয় নব্য সম্প্রদায় যাহারা পাঠশালা হইতে আশু নির্গত ও স্বাভাবিক রাগত তাহারা ইংলণ্ডীয়েরদের স্ত্রীলোককে অপমান পূর্ব্বক ডাকিতেন, অধিকন্তু অঙ্ক দোষে পাদুকা বা বংশ দ্বারা রোষ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিতেন যে আহা দুঃখিরদিগকে কিছু বলিওনা, যেহেতুক উহারা বিদ্যাজ্ঞান রহিত এবং উহারদিগের অত্যল্প বেতন, সুতরাং দুস্থাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে, অতএব উহারদিগকে ক্ষমা কর এবং উহারদিগের ভগিনীসকলকে কুবাক্য কহিওনা, যদি কস্মিন্‌কালে যথাযোগ্য বেতন নিরূপণ হইয়া উহারদিগ্‌কে উদর ভরণের দায়ে দুষ্কর্ম্মী না হইতে হয় তবে উহারা শিষ্ট হইবেক। সংপ্রতি কালক্রমে আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষের সেই সকল ভবিষদ্বাক্য সফল হইয়াছে, অর্থাৎ এক্ষণে ভারতবর্ষীয় কোম্পানি সংক্রান্ত ইংলণ্ডীয় কার্য্যকারিরা যেপ্রকার পরাক্রম প্রাপ্ত অথচ বহুবিধ লোভ সত্বেও নির্লোভ ও শিষ্ট ও ধর্ম্মবিশিষ্ট, ও আত্মস্বার্থরহিত ও যাথার্থিক ও রাজকর্ম্ম সম্পাদনে পরমধার্ম্মিক এপ্রকার ভূমণ্ডল মধ্যে কুত্রাপি সম্ভব হয়না।

যে সকল সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পদাভিষিক্ত তাঁহারা অবশ্যই এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে সদালাপে কখন কখন অন্যথা করেন, এবং যাঁহারা সিনিয়র অর্থাৎ প্রধান পদ প্রাপ্ত, লার্ড হেবর কহেন যে তাঁহারা এদেশস্থ ভূম্যধিপতিরদিগ্‌কে আসন দানেও পরাঙ্মুখ হয়েন, অধিকন্তু যে সকল রাজার ও নওয়াবের দেশ তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভোগ করিতেছেন তাঁহারদিগ্‌কে অনায়াসে অনাদর প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহারদিগের জাতীয় ধর্ম্ম উগ্র স্বভাব হেতুক এদোষ অগ্রাহ্য করিতেই হয়, সুতরাং কোম্পানী বাহাদুরের ভারতবর্ষস্থ কর্ম্মকারিরা আপন আপন অধীন লোকের প্রতি ব্যবহারত অতিশয় উদার ও উৎসাহযুক্ত ও যাথার্থিক ও অস্বার্থপর ও অনুপরুদ্ধ ইত্যাদি গুণে অন্বিত ইহা নিঃসন্দেহ বটে, এবং এপ্রকার আর সংসার মধ্যে পাওয়া ভার, সে যাহা হউক আমি ইঁহারদিগের এতাদৃশ সচ্চরিত্র ব্যাখ্যা করিলাম কিন্তু যদি ইঁহারদিগের বেতন ফৌজদারী মোতালকের নাজীর কিম্বা সদর আমিন বা ঘাটের দারোগা বা নমকের দারোগা অথবা সেরেস্তাদারদিগের বেতনের তুল্য হয় তবে ইঁহারদিগের এ সকল গুণ স্থায়ী হইবেক এমত ভরসা হয়না, ফলিতার্থ একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিনা, কারণ ইহাও সম্ভব বটে যে তাঁহারা পূর্ব্বকার কর্ম্মকারিরদিগের

ন্যায় কুমার্গানুগত না হইয়া বরং লঘুবেতনে শুষ্ক কলাই খাইয়া ও দুর্গতির পরিচ্ছদ পরিয়াও কাল যাপন করিলে করিতে ও পারেন, কিন্তু বাস্তবিক আমি এমত বাসনা করিনা যে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে যাহাহউক বিচারসঙ্গত এই যে সমুদায় বাঙ্গালি কর্ম্মকারিরা যাবৎ দুরবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত নাহয় তাবৎ তাহার-দিগকে অপবাদ করা সহজেই অনুচিত, বরং যে প্রকার আমারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা আপনকারদিগের প্রাচীনের দিগের সহিত ব্যবহার করিতেন সেই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ও বাক্যেতেও সেইরূপ করা উচিত, যে "যাহা দুঃখীলোক ইহারদিগের জ্ঞান আমারদিগের ন্যায় উজ্জল নহে ইহারদের বিড়ম্বনা বাহুল্য অথচ প্রাপ্তির অল্পতা, কিন্তু ইহাতেও যদি কেহ ভাবেন যে এ প্রকার আচরণ খ্রীষ্টীয়ানেরদিগের অযোগ্য, তবে আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী প্রার্থনা করি যে এতদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান পুরঃসর পরমাপ্যায়িত করেন। যাহা লিখিলাম ইহাতে আমার তাৎপর্য্য এমত নহে যে সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালী আমলারদিগকে নির্ম্মলরূপে প্রকাশ করি ফলিতার্থ কি কারণে তাহারা অন্যের ন্যায় যাথার্থিক নহে ইহাই বিজ্ঞাপন তাৎপর্য্য যেহেতুক অন্যেরা তাহারদিগকে সহজেই কুবাক্য কহিয়া থাকেন।

মলিন কোকিল কহে শুন শিখিবর।
পাইয়া বিচিত্র চিত্র পুচ্ছ মনোহর॥
আমারে বিবর্ণ দেখি না করো অখ্যাতি।
যেহেতু তুমিও পক্ষী নহ অন্য জাতি॥
যদি তব পুচ্ছ মম অঙ্গেতে থাকিত।
এ অঙ্গ তোমার অঙ্গ সমান হইত॥
পাইলে আমার পক্ষ তুমিও কুৎসিত।
অতএব অহঙ্কার তব অনুচিত॥......

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬)

কোম্পানির লবণের মাসুলের পূর্ব্ব বিবরণ॥—যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায় করণের বর্ত্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এ-প্রযুক্ত আমরা আপনারদের সমাচারপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গালাতে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লী হইতে এক ফরমান পাইলেন তদ্দ্বারা কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্য স্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাসুল রহিত হইল। সেই ফরমানে আরো এই নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি

ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অন্যং কর্ত্তাদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্বং লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল।

তাহারদের সকল দ্রব্য সামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাসুল রহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুৎকণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেকটর্স সাহেবেরা বহুকালাবধি আপনারদের ভৃত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে তাঁহারা সেই সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্ত ছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ উপকার নিমিত্তে লবণ ও সুপারী ও তামাকু ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায় করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বিলায়তের কর্ত্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপন কর্তৃক স্থাপিত সমাজে যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাসুল সরকারে দেওয়া যাইবে। তিনি আরো বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূল্য লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহা হইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ পাইবেক ॥

(১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯ । ৬ পৌষ ১২৩৬)

কলিকাতার টৌনহালের সমাজ।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের মিয়াদ অতীত হইলে যেং নিয়মের আবশ্যক বোধ হয় তদ্বিষয়ে পার্লিমেণ্টে এক দরখাস্ত দেওনার্থে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক গত মঙ্গলবারে সমাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে সকলের সম্মতিতে নানা প্রকরণ ধার্য্য হইল। সেসকল পশ্চাৎ পার্লিমেণ্টে প্রেরয়িতব্য দরখাস্তের অন্তর্গত হইল এবং ঐ দরখাস্তে সর্ব্বসাধারণ লোকের স্বাক্ষর হওনার্থে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে রাখা যাইবে।

ঐ সভায় পরামর্শ সিদ্ধ দ্বিতীয় কথা এই যে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডদেশে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বাহুল্য হইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের উপরে যে অধিক মাসুল ধার্য্য আছে এবং ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষের কৃষিকর্ম্মে আপনারদের

নৈপুণ্য ও ধন সংযোগ করিতে যে প্রতিবন্ধক আছে এই উভয় কারণে উভয় দেশের মধ্যে চলিত বাণিজ্যের বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে। কিন্তু এই সমাজে সমাগত লোকেরদের এই ভরসা আছে যে পার্লিমেণ্টে সুবিবেচনা পূর্ব্বক সে ব্যাঘাত দূর করিয়া উভয় দেশের মঙ্গল জনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।

পরামর্শ সিদ্ধ তৃতীয় বাক্য এই যে ভারতবর্ষ হইতে যে জিনিস রফ্‌ত হয় তাহা প্রস্তুত করণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর আপনার রাজস্বোৎপন্ন টাকা যে ব্যয় করেন ইহাতে ভিন্ন২ মহাজনেরদের উদ্যোগের ব্যাঘাত হইতেছে এবং দেশের অমঙ্গল এবং কোম্পানি বাহাদুরের ও ক্ষতি হইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত কোম্পানি এতদ্দেশের বাণিজ্য ব্যাপারে নিবৃত্ত না হন সেপর্য্যন্ত এব্যাঘাতের কিছু প্রতিকার হইবে না।...

পরামর্শসিদ্ধ ষষ্ঠ কথা এই যে এদেশে ইউরোপীয় লোকেরদের প্রতি গবরণমেণ্ট যে করুণা ও বিবেচনা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে সমাজে সমাগত লোকেরদের তুষ্টি আছে বিশেষতঃ কাওয়ার বৃক্ষের আবাদ করণার্থে ইউরোপীয় লোকেরদিগকে ১৮২৪ সালে আপন২ নামে ভূমি দখল করণের বিষয়ে যে অনুমতি প্রদান হইয়া ছিল তাহার বিধি বিস্তারকরণেতে সকল লোকেই বিশেষরূপে আপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। বর্ত্তমান গবরণমেণ্টের সদ্বিবেচনা ও সুস্বভাবের বিষয়ে সমাজে সমাগত কোনব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই তথাপি তাঁহারদের ইহা বাঞ্ছনীয় যে বাদশাহের সমস্ত প্রজা এদেশে আপনারদিগকে সংস্থাপন করিতে এবং যথার্থ ব্যবস্থার অধীনে এদেশে বাস করিতে পার্লিমেণ্টের হুকুমের দ্বারা অনুমতি পান।

পরামর্শসিদ্ধ সপ্তম বাক্য এই যে ইংলণ্ডদেশের বাদশাহের অন্য২ চাকলার উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে যে মাসুল ধার্য্য আছে এদেশ হইতে অধিক মাসুল ভারতবর্ষের উৎপন্ন-দ্রব্যের উপরে লওয়া অযথার্থ এবং তাহাতে ভারতবর্ষের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

পরামর্শসিদ্ধ অষ্টম বাক্য এই যে যেসকল আইনে ইংলণ্ডদেশের কর্ম্মকারক সাহেব-দিগের অনুমতির অপেক্ষা থাকে তাহার মুসাবিদা প্রথমতঃ এদেশে প্রকাশ হয় কারণ যে সেই আইনের বিরুদ্ধ তাঁহারা যাঁহারা আইন জারী হওনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে আপনার-দের আপত্তি জানাইতে পারেন।

পরামর্শসিদ্ধ নবম কথা এই যে এই সকল পরামর্শের কথা লইয়া পার্লিমেণ্টে দেওনার্থ এক দরখাস্ত প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে সকলের স্বাক্ষর হওনার্থে এক্সচেঞ্জঘরে রাখা যায়।

অপর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও আঠার জন সাহেব লোক সেই দরখাস্ত প্রস্তুত করিতে সম্মতি পাইলেন ও কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ সভায় তাহা আনিলেন ও তাহা মঞ্জুর হইল॥ সং সং

(২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আষাঢ় ১২৩৬)

জেনরলব্যাঙ্ক।—আমারদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত মতে গত সোমবার এক্সচেঞ্জ ঘরে এই ব্যাঙ্কের কর্ম্ম নির্ব্বাহকের নিয়োগ নিমিত্ত একসভা হইয়াছিল তথায় তাবৎ অংশি এবং অপরাপর ধনি মানি গুণি প্রভৃতি বহুবিধ লোক আগমন করিয়াছিলেন, এই সভায় শ্রীযুত জান স্মীথ সাহেব সভাপতি হইয়া প্রথমতঃ কর্ম্মকারিরদিগের নাম নির্দ্দেশ উদ্দেশে অংশিগণ কর্ত্তৃক বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কের উর্দ্ধ সংখ্যা ১৫ অংশ লইয়াছেন তিনি ৪ বোট বিতরণে শক্ত হইবেন এবং ৬ অংশে ৩ বোট ও ৩ অংশে ২ বোট ও একাংশে এক বোট দিতে পারিবেন তদনন্তর এই বোটের সংখ্যাকর্ত্তার ঐ পূর্ব্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরের প্রকাশ স্থান হইতে স্বতন্ত্র এক স্থানে প্রস্থান করিয়া সংখ্যায় নিযুক্ত হইলেন এথানে সভা স্থানে সভাপতি প্রভৃতি এতদ্বিষয়ে স্বস্ব অভিপ্রায় ব্যাখ্যায় প্রবর্ত্ত হইলেন ফলিতার্থ ত্রষ্টী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করণ প্রযুক্ত কোন বিশেষ বিবাদ শুনা যায় নাই কিন্তু কোষাধ্যক্ষের পক্ষে অনেক গোলোযোগ হইয়াছিল যেহেতু শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার তৎকর্ম্মাভিলাষী ছিলেন তজ্জন্য অংশি সমূহের মধ্যে দুই দল হইয়াছিল সে যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বোটের সংখ্যাকারিরা নিভৃত স্থান হইতে প্রকাশ স্থানে দীপ্যমান হওনে সে সন্দেহ এককালে লোপ হইল অর্থাৎ তাঁহারা কহিলেন যে ঠাকুর বাবুর পক্ষে অংশিদিগের সম্মতিপত্র গণনায় প্রায় সপ্ততি সংখ্যা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত হইয়াছে এমতে সেই পক্ষের সম্মতি পত্রানুসারে এই নীচের লিখিত কএক জনের পশ্চাদুক্ত কএক কর্ম্মে নিয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে বিশেষতো রমার কটাক্ষ রমানাথেই হইল, আশুতোষ আপন নামের যোগার্থানুসারে অমাত্যের কথায় আশু সম্মত হইয়া একর্ম্মের প্রয়াসী হইয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্ম না হওয়াতেও তাঁহার আশুতোষ হইল।

নামের বিবরণ।

ত্রষ্টী অর্থাৎ বিশ্বস্ত।—শ্রীযুত কম্পটন সাহেব ও শ্রীযুত ডিকিন সাহেব এবং শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়।

ডাইরেকটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ।—শ্রীযুত জান পামর, মেং গার্ডন, মেং স্মীত, মেং বাইড, মেং ব্রেকন, মেং কলেন, মেং স্মীতসন, মেং বুরুস, মেং ডোগেল, মেং মলর, মেং এগ্‌ক্যার, মেং সর্টন, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস।

সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক।—শ্রীযুত হরি সাহেব।

ত্রেজুরার অর্থাৎ খাজাঞ্চি।—শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর।

পরন্তু গত বৃহস্পতি বারে পুনর্ব্বার ঐ পূর্ব্বোক্ত অধ্যক্ষগণের এক সভা হইয়া

কোষাধ্যক্ষের মাসিক ৫০০ তঙ্কা বেতন নিরূপণ হইয়াছে এবং তৎকর্ম্মের নিমিত্তে ৪০০০০০ চারিলক্ষ তঙ্কার বোধ দিতে হইবেক তাহার অর্দ্ধেক কোম্পানির কাগজে অথবা ঐ ব্যাঙ্কের অংশ এবং অপরার্দ্ধের জন্য কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রতিভূ দেওনের কল্প স্থির হইয়াছে। অপর শ্রুত যে শ্রীযুত হরি সাহেবের সেক্রেটরীকর্ম্ম স্বীকারে বিকার জন্মিয়াছে এ প্রযুক্ত শ্রীযুত কারসাহেব ও শ্রীযুত গাডার্ড সাহেব তৎ পদাভিষিক্ত হওনে উদ্‌যুক্ত আছেন, পুনশ্চ ঐ রূপ সভায় অংশিরদের সম্মতির দ্বারা নিযুক্ত হইলে সমাচার প্রচার করা যাইবেক। ফলিতার্থ এ প্রকার সভা করিয়া উভয় পক্ষীয় লোক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা কর্ম্মার্থিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করণের প্রথা পূর্ব্বে কস্মিনকালে এ প্রদেশে ছিলনা অতএব অস্মদ্দেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল॥

(৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬)

জেনরল ব্যাঙ্ক॥—গত ৩ জুন তারিখে এই ব্যাঙ্কের শেষ সভা পূর্ব্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরে হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হরি সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত কার সাহেব সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫ জন ডাইরেক্টরের আনুষঙ্গিক আর পাচ জন ডাইরেক্টর অর্থাৎ কার্য্যাধ্যক্ষ নিরূপণার্থে অনেক বাদানুবাদ হইয়া অবশেষে বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্রের সংখ্যাতিশয্য দ্বারা দুই জন বাঙ্গালী ও তিনজন য়োরোপীয় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন॥

(২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

নবীন নিয়ম॥—জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি গ্রাম সকলে কয়েক বার ডাকাইতির ঘটনা হইবাতে তন্নিবারণার্থে তত্রস্থ শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা কর্ত্তৃক নানাবিধ সদুপায় সাধন সত্ত্বেও দুর্বৃত্তেরা অত্যাচার ক্ষান্ত নাহইবাতে সম্প্রতি তিনি এই এক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার বশীভূত স্থান সকলে দশ দশ গ্রামে এক এক ফাঁড়িদার নিযুক্ত হইবেক আর ঐ দশগ্রামের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও গ্রাম্য প্রহরীরদের নিকট হইতে এইমত অঙ্গীকৃত পত্র লওয়া যাইবেক যে তাহারা পরস্পর প্রত্যেক গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেক।

(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

ভ্রাতৃভাগের ব্যবস্থা।—"শ্রীযুত মাক্‌নাটন সাহেবের হিন্দুলা অর্থাৎ ব্যবস্থা সংগ্রহহইতে সংগৃহীত"—হিন্দুরদিগের পৈত্রিক ধনবিভাগের ব্যবস্থার মধ্যে এক ব্যবস্থা দৃষ্টি মাত্রেই আপাতত অন্যায় ও অসঙ্গত বোধহয় তাহা এই যে অকৃতি সহোদরকৃতি সহোদরের শ্রমার্জ্জিত ধনের অংশী হয়েন যেমন অকর্ম্মণ্য মধুমক্ষিকা সঞ্চয়ি মধু মক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাকে ফাকে অংশভাক হয় কিন্তু হিন্দুরদিগের সংসারনির্ব্বাহের বিশেষ ধারা ধরিয়া বিবেচনা করিলে এ ধারাবাহিক

ধারা ন্যায়তোযুক্তিতঃ স্বধারা ব্যতীত স্বধারাবধারিত নহে যেহেতু বিশিষ্ট হিন্দুর-দিগের প্রথা এই যে আত্মপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে জনেককে নিযুক্ত নাকরিয়া ধনোপার্জ্জনোদ্দেশে বিদেশে যাইতে পারেননা এবং একর্ম্মের ভার সচরাচর সহোদরেরই হইয়া থাকে সেই সহোদর সুতরাং স্বীয় বিষয় কর্ম্ম বঞ্চিত হইয়া ঐ সংসারেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন অপর সহোদর বিদেশে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রায় অনেক ধনোপার্জ্জন করেন এমতে যে সহোদর সংসারে থাকেন তিনি পরিবার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অপারক হওয়াতে দুঃখ ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়-না অতএব তাঁহার সহোদরের উপার্জ্জিত ধনে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার হয় যেহেতু ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ সঞ্চয়কারি ভ্রাতারদিগের মধ্যে একজন ঐ কর্ম্মে নাথাকিলে তাঁহারা কদাচ ধনোপায়ের উপায় করিতে পারিতেননা। এতাবতা ঐ ধনোপার্জ্জনে ঐ অকৃতি ভ্রাতারও সহায়তা প্রতীতা হইতেছে। অধিকন্তু ইহা প্রামাণ্য বটে যে ঐ অকৃতী ভ্রাতা যদ্যাপি কোন বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন তবে তিনি ও ঐরূপ ধনসঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেন আর উপার্জ্জন করণার্থে যথায় পৈত্রিক ধনের কিঞ্চিৎ ও ব্যবহার হয় সেস্থলে যদিস্যাৎ সাংসারিক ব্যাপারে অকৃতিভ্রাতা নিযুক্তও নাথাকেন তথাপি তিনি অংশ পাইয়া থাকেন এব্যবস্থাও যুক্তি সিদ্ধ বটে। অপর পৈত্রিকধন কিঞ্চিৎ লইয়া তদ্দ্বারা যে সহোদর ধনলাভ করিয়াছেন তাহার ন্যায় যে সহোদরেরা সেই ধন নালইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহারদিগের লাভ নাহইয়া থাকে এতাবতা কখন এমত নিশ্চয় করা যায়না যে সেব্যক্তি পৈতৃকধন ব্যবহার করিলে তাহার লাভ হইতনা। বরং সিদ্ধান্ত এই যে সেই পূর্ব্বধন অপর ধনোপার্জ্জনের মূলীভূত কারণ এবং কি পরিমিত ধনব্যবহারে পৈতৃক ধনোপঘাত সপ্রমাণ হয় বা নাহয় তাহার নিরূপণ করা অসাধ্য॥

(১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬)

ডালি দেওনের নিষেধ কল্পনা॥—জনরব হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় লোকের নিকট হইতে কোম্পানি বাহাদুরের রাজকীয় ও যুদ্ধ সম্পর্কীয় কার্য্য সম্পাদক সাহেব লোকের ফল মূল আমিষ্যাদি ঘটিত ডালি অর্থাৎ উপঢৌকন গ্রহণ করণে নিষেধ কল্পনা হইতেছে কিন্তু এরূপ উপঢৌকন দেওয়ার তাৎপর্য্য কেবল সাহেব লোকের সম্বর্দ্ধনা করা মাত্র নতুবা ফল মূলে তাঁহারদের কি ফলোদয় কিন্তু গ্রহণ না করিলে প্রেরকের অপমান সম্ভব অতএব এই বহুকাল প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারের কি অত্যাচার বোধ হইয়াছে তাহা অস্মদাদির লঘুবোধের বোধাতীত।

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬)

রাস্তার তদারক।—আমরা জ্ঞাত হইলাম যে শ্রীশ্রীযুত এতন্নগরের রাস্তা সকল তদারক করিতে তাবৎ মাজিস্ট্রেটের উপর আজ্ঞা দিয়াছেন এবং মফস্বলের গ্রামের মধ্যদিয়া যে সকল

রাস্তা গিয়াছে তাহার উত্তমতা করিবার জন্যে জমীদারদিগের সাহায্য করিতে হইবেক কিন্তু কিপ্রকারে জমীদার লোক সাহায্য করিবেন তাহা আমরা জ্ঞাত হই নাই।

(২৪ অক্টোবর ১৮২৯। ৯ কার্ত্তিক ১২৩৬)

কলিকাতার পুলিস।— …কলিকাতার পুলীসের চৌকীদার প্রভৃতির দৌরাত্ম্য ও তজ্জন্য নগর বাসিরদিগের মানের হানি ও মনের গ্লানি ইত্যাদি শ্রীশ্রীযুতের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কোম্পানির কার্য্যসম্পাদক সাহেব লোক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ি ও অন্য২ সাহেব লোক সংশ্লিষ্ট এক কমিটী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে তাঁহারা যথার্থরূপে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল অবগত হইয়া এমত বিহিত বিবেচনা করেন যে পুলীস সম্পকীয় দৌরাত্ম্য সম্যক প্রকারে রহিত হয় এবং পুলীসের যথার্থ তাৎপর্য্য দুষ্টের দমন ও প্রজালোকের নিরুপদ্রবে কালযাপন তাহাও সিদ্ধ হয়। সংপ্রতি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ঐ পূর্ব্বোক্ত কমিটী সাহেবেরা সমর্পিত ভার নির্ব্বাহ করণার্থে বৈঠক করিয়াছেন এই ক্ষণে দৌরাত্ম্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত রূপে তন্নিরাস বিধানে ও পুলীসের ধারার সুধারা করণে যথা সম্ভব অভিনিবেশ করিবেন এবং প্রজালোকের ধন প্রাণের রক্ষা ও আগন্তুক উৎপাতাদি শান্ত্যর্থ পুলীসের আইন সকলেরো পরিবর্ত্তনে প্রয়াস পাইবেন। এবং ঐ কমিটী সাহেবলোকের প্রতি ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে যে প্রজালোকের নিবেদন শ্রবণ করেন ও তাহারদিগের আগামি দুরবস্থার দূরীকরণে উপযুক্ত বিধান করেন। অতএব প্রজাবর্গের মধ্যে যাঁহারা দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যের কোন বিবরণ প্রচার করণে কিম্বা কোন উত্তম পরামর্শ দানে ইচ্ছুক হয়েন যদ্দারা প্রজালোকের সুখোসিততত্ব ও রাজার ন্যায়ের মহত্ব সম্ভবে তাহা ঐ সাহেবলোকের নিকটে নিবেদন করিবেন। যে সকল বিতথা উপস্থিত ছিল তাহার মুখ্য কারণ পুলীসের এক স্থানে স্থাপনা এবং পুলীসের বহুতর আইন এ প্রকার যে তদ্দারা প্রজালোক ক্লেশের ভাজন অতএব কমিটী সাহেব-লোক এক পুলীসকে তিন স্থানে বিভাগ করিবেন আর যে কোন আইনের ব্যবস্থায় প্রজালোকের দুরবস্থা জন্মায় তাহা এক কালীন করিবেন তদ্বিষয়ে ইহার পরে যে বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইবেক তাহা অপ্রকাশ থাকিবেক না।

(৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬)

পুলিসের কমিটী॥—সম্প্রতি পুলিসের কমিটীর বৈঠক নিয়মিত মত প্রতি সপ্তাহে তিনবার হইয়া থাকে কিন্তু এসভা যে অভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার কোন কার্য্য এপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না, দুই জন মাজিষ্ট্রেট ঐ সভায় নিযুক্ত আছেন ফলিতার্থ কলিকাতার পুলিসের বিষয়ে যে নানা প্রকার দোষোল্লাস সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ক কোন বিশেষ বৃত্তান্ত অদ্যাপি ব্যক্ত হইল না। ইহার কারণ কি কিছুই বোধ হয়না কিয়ৎ কাল হইল মাজিষ্ট্রেটেরদিগের অমনোযোগ ও পুলিসের চৌকিদারের-

দিগের দৌরাত্ম্য বিষয়ক অপবাদে সম্বাদপত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল এক্ষণে সকলের দরখাস্ত শুনিবার জন্য এবং সমুদায় দুঃখ নিবারন কারণ যখন কমিটী বসিল তখন সকলেই নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন এক জনও জনপদের হিতার্থে এমত সাহসিক দেখা যায় না যে পূর্ব্বে সমাচারপত্রে যেসকল বিশেষ বিস্তরঘটিত সম্বাদের আন্দোলন হইয়াছিল তাহার কোন প্রসঙ্গ করেন।

এই কমিটীতে আসিতে কাহারো ভয়ের বিষয় নাই কমিটীর সম্পাদক সকলে কাহাকেও ভয় দেখাইবেন না যদি কেহ এমত সন্দেহ করেন সে মিথ্যা কারণ তাঁহারা গবরণমেণ্টের অতি কোমল স্বভাব ও বিচার প্রভাবেই নিযুক্ত হইয়াছেন।...

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬)

কীর্ত্তি র্যস্য সজীবতি।—লক্ষ্ণৌ নিবাসি শ্রীলশ্রীযুত নওয়াব মুন্তেজমদ্দৌলা মিহিন্দি আলি খান বাহাদুর যিনি দশ বৎসরাবধি ফতেগড় মোকামে অবস্থিতি করিয়া আছেন তিনি গত গবর্ণর জেনেরল লার্ড মায়রা সাহেবের আমলে শাহজাহানপুরের খনোত নদীর উপর সেতু বন্ধনার্থে ১৮০০০০ টাকা বক্সান করিয়া দিয়াছিলেন ঐ পুল উর্দ্ধেতে ১৮০০ ফুট পরিমিত যাহা ছয় বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে কালে দ্বিতীয় গবর্ণর-জেনেরল লার্ড এমহর্ষ্ট সাহেব পশ্চিমাঞ্চলে শুভগমন করিয়াছিলেন তখন ঐ বৃহদ্ব্যাপার দেখিয়া পরম হর্ষিত হইয়াছিলেন কোম্পানির অধিকারে এতাদৃশ উপকারে উপকারি দেখিয়া লার্ড মায়রা সাহেব পরমাহ্লাদ ও ধন্যবাদ সূচক এক প্রশংসাপত্র ঐ নওয়াব বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন। সংপ্রতি ঐ পূর্ব্বোক্ত নওয়াব বাহাদুর পুনর্ব্বার ঐ প্রকার চমৎকার সাহস ও দানশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীযুত কাপ্তেন ফুলটন সাহেবের প্রার্থনাতে ফতেগড় মোকামে দুইটা পুল এবং শ্রীযুত হুনহেম সাহেবের নিবেদন করাতে মযিন পুরের পথে তিনটা পুল বান্ধাইয়া দিয়াছেন ঐ স্থানে বর্ষাকালে অনেকানেক লোক জলে মগ্ন হইত এবং পথিকের পথ রোধ হইত। এতদিন খোদাগঞ্জ ও জালালা-বাদ অঞ্চলে আর তিনটা পুল বান্ধাইতেছেন তন্মধ্যে জালালাবাদের দুই পুল যে স্থানে হইতেছে সে স্থানেও বর্ষাকালে ঐ রূপ দুরবস্থা এবং খোদাগঞ্জের নীচে কালীনদীর উপরে যে এক পুল বান্ধা যাইতেছে তথায় পূর্ব্ব কালে সরকারের প্রধান২ লোক পুল-বন্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু জলের প্রবাহ হেতু তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় নাই সংপ্রতি সেই কালীনদীর পুল প্রস্তুত হইয়াছে অপর ফতেগড়ে ও কালীনদীর তীরে নানামৌঘাটে ও কানপুরের নদীতীরে ও শাহজাহানপুরে খনোত নদীর ধারে ও জালালাবাদে পথিকলোকের বাসোপযুক্ত বিস্তারিত ইষ্টক নির্ম্মিত এক একটা সরাই প্রস্তুত করাইতেছেন এই বিখ্যাত পুণ্য বন্ত দাস্ত নওয়াব বাহাদুর যে রূপ নিস্বার্থে কেবল পরার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা বিতরণ পূর্ব্বক লোকোপকার ও সরকারের

অধিকারের অধিক শোভার বিস্তার করিতেছেন এই দৃষ্টান্তে অন্য২ বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান লোক যদি এতাদৃশ সৎ প্রবৃত্তিতে প্রবর্ত্ত হয়েন……।

ধর্ম্ম

(১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৬)

শারদীয় মহোৎসব ॥—এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে শারদীয়মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশরীর পূজা হয় সকলে স্বস্বমতে ও বিভবানুসারে নানোপচারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন কেহবা ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ-যজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পূজা সাঙ্গ করেন কেহবা মহাঘটা পূর্ব্বক ঝাড় লণ্টন বাদ্য নাচ কাচের আধিক্য পূর্ব্বক প্রকৃত কার্য্য পূজা সংক্ষেপেই সারেন কেহবা উভয়েই সমান আয়োজন করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবনমধ্যে কিরূপ করেন তাহা দুর্গাই জানেন কিন্তু বর্হিদ্বারে সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন কিন্তু দ্বারের সম্মুখবর্ত্তি পথহইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্ত্তে গাত্রে বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন বোধহয় তদ্গৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ভগবতীর সন্তোষের মূল কারণজ্ঞান করেন সে যাহাহউক এবৎসর ৪।৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুইবাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবরণর জেনেরল লার্ড বেণ্টিঙ্ক-বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন পরে দুইদণ্ডপর্য্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণকরত অবস্থিতি করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটী ও ৺ রাজা রামচাঁদের বাটী ও ৺ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটী এই তিন বাটীতে প্রায় ছিল অন্যত্র অত্যল্প। বিশেষত সিংহ দেওয়ানের বাটীতে পূজার চিহ্ন যোড়াসাঁকোর চতুরস্র পথে এক গেট নির্ম্মিত হইয়া তদবধি বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শে আলোক হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা ঐ বাটীর পূজার বার্ত্তা জানেন না তাঁহারাও ঐ গেট অবলোকন করিয়া সমারোহ দর্শনেচ্ছুক হইয়া ঐ অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন আপামর সাধারণ কোন লোকের বারণ ছিলনা উপরে নীচে যাঁহার যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নৃত্য গীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।… —কস্যচিৎ দর্শকস্য।

বিবিধ

(৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬)

নূতন ডাকঘর ॥—গত ২৩ মে তারিখে রোজারি ও কোম্পানি কলিকাতায় এক আনা-মাশুলের ডাকঘরস্থাপনের বিষয়ে আপন সকল কথা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহারা কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানে চিঠী বাঁটিয়া দিবেন একভরি ওজন পর্য্যন্ত এক আনা মাশুল লাগিবে এবং এক অবধি দুইভরি পর্য্যন্ত দুই আনা এবং দিনের মধ্যে তাঁহারা

তিনবার চিঠী পাঠাইয়া দিবেন প্রথম বণ্টন প্রাতঃকালে নয়ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় বণ্টন দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে তৃতীয় বণ্টন অপরাহ্নের পাঁচঘণ্টার সময়ে হইবেক ঐ সাহেব লোকেরা কেবল কলিকাতার মধ্যেই চিঠী প্রেরণ করিতে কল্প করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু কলিকাতার আশপাশ স্থানে যথা উত্তরদিগে চিত্পুর কাশীপুর প্রভৃতি চাণক পর্য্যন্ত। পূর্ব্বদিগে দমদমা ও নীলগঞ্জ পর্য্যন্ত। দক্ষিণদিগে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর ও ভবানীপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমদিগে হাবড়া সালিকা শিবপুর পর্য্যন্ত। কলিকাতার মধ্যে দিনে তিনবার তাঁহারা চিঠী প্রেরণ করিবেন এবং দমদমা প্রভৃতি স্থানে দিনে দুইবার. এই রীতির আরম্ভ গত ২ জুন সোমবারাবধি হইয়াছে॥

(১২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২৮ ভাদ্র ১২৩৬)

সভা।—কলিকাতা লেটরেরি সোসাইটী নামক বিদ্যা বিষয়ক সভা গত বৃহস্পতিবার রজনীতে নিয়মিত স্থানে বসিয়াছিল এদিবসে সভাপতি ও তদ্ভিন্ন দশজন সভ্য সভায় শুভাগমন করিয়া ছিলেন এই সভায় প্রথমতঃ প্রস্তাব হইল যে পূর্ব্বে প্রতিমাসে একজন সভ্য কোন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন এক্ষণে সভ্যদের সংখ্যার বৃদ্ধিহেতু দুই জন সভ্য এক বিষয় পৃথক২ রূপে ব্যাখ্যা করিবেন যদি সেই ব্যাখ্যাতে কোন সভ্য কোন কটাক্ষ করিতে বাসনা করেন তাহাতেও ক্ষমতাবান হইতে পারেন ইত্যাদি আরও কএক নূতন নিয়ম স্থাপনের উক্তি হইল পরে এক জন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহার প্রতি ভারার্পিত মতে হিন্দু ও মোসলমান এবং ইংরাজের রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হওনের বিবরণ ব্যাখ্যা করিলেন অপরঞ্চ কৌমুদী পত্র প্রকাশকের এক পত্র সভাতে উপস্থিত হইল তাহাতে প্রকাশক এই যাচ্ঞা করিয়া ছিলেন যে পূর্ব্বে এক বিজ্ঞ সভ্য কর্তৃক এই ভারতবর্ষের সীমা প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা হইয়াছিল তাহা কৌমুদীতে প্রকাশ করেন তদ্বিষয়ে আদেশ হইল যে প্রকাশের প্রার্থনা পত্র বিহিত অনুমতি প্রদান জন্য ইসটণ্ডিং কমিটীতে অর্পণ করা যায়।

(১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

টেলীগ্রাফ॥—শ্রুত যে কলিকাতা অবধি সাগর পর্য্যন্ত টেলীগ্রাফ অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র বিশেষের উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করণের নিমিত্তে গবরণমেণ্টের অভিপ্রায় হইয়াছে তাহাতে বহুপকার স্বীকারপূর্ব্বক এতন্নগরস্থ ইংরেজ-সওদাগর প্রভৃতি চাঁদা করিয়া প্রতি মাসে সহস্র মুদ্রা দেওনে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের শ্রেণী প্রস্তুতা হইলে অনুমান যে সাগর হইতে প্রতিদিন ঊর্দ্ধ সংখ্যা ছয়বার সমাচার পাওয়া যাইতে পারিবেক অর্থাৎ সে স্থানে কোন জাহাজ পৌছিলে কএক পলের মধ্যে জাহাজের নাম ও তাহাতে যে কেহ আরোহণ করিয়া থাকেন তাঁহারদের নাম বিশেষতঃ বিলাতের ও অন্য২ স্থানের কোন বিশেষ সমাচারের স্থূল বৃত্তান্ত অনায়াসে পাওয়া যাইবেক……।

সূচীপত্র

অক্টারলোনি স্তম্ভ ১৮১, ১৮২
অগ্নিবিষয়ক বীমা—ক্রুস এলেন কোম্পানী ১১০
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নূতন স্থান ১৮১
'অন্নদামঙ্গল' ৪৬, ৪৭, ৭৫, ৯৫
অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর—ধর্ম্মতলা অ্যাকাডেমি ১৯৬
অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া ৩৫
অভয়ামঙ্গল ৭৫
অভিধান, ইংরেজী-বাংলা—ফেলিক্স কেরি
ও রামকমল সেন ৫৬
—সংস্কৃত ইংরেজী—ডাক্তার উইলসন ৫৫
অমৃতলাল মিত্র ২৯
অহল্যা বাঈ—বিদুষী ৮

'আখবারে শ্রীরামপুর'—ফারসী সংবাদপত্র ৭৭
'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'—'প্রবোধচন্দ্রোদয়'
নাটকের তর্জ্জমা ৫৮
আত্মীয় সভা—রাজা রামমোহন রায় ৫২
আদ্যশ্রাদ্ধ—রামদুলাল দেবের ১৫৭
আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মৃত্যু ১২৭
আনন্দধাম, খড়দহ—প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ১৫৮
'আনন্দলহরী' পয়ার ৬০
'আনন্দলহরী', সংস্কৃত সমেত ভাষা
—শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ৬০
আবদুল হামীদ, কাজী ৩
আমহার্ষ্ট, লর্ড—সহমরণ-বিষয়ে আজ্ঞা ১৪৮
আমহার্ষ্ট, লেডী—বালিকাদের শিক্ষা ১০, ১১
আরনট স্তাওফোর্ড ১০৩
আরমানী গীর্জা—চুঁচুড়া ১৭১
আশুতোষ দেব ১২১, ১৫০
—জেনরল ব্যাঙ্ক ২০৪
আশ্চর্য্য বিবাহ ৮৫
আসাম বুরঞ্জি—বাংলা ভাষায় আসামের
ইতিহাস ৭৫, ১৯৬

অ্যাডাম, উইলিয়ম—ধর্ম্মতলা অ্যাকাডেমি ১৯৬
অ্যাডাম সাহেব, কাশী—'উপদেশ কথা' (হিন্দী) ৬৫
—'পাঠশালার রীতি' ৬৫

ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ১১০
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কলিকাতা ১০৬, ১০৭
ইংরেজ ও বাঙালী কর্ম্মচারীদের ব্যবহার বিষয়ক ১৯৯
ইংরেজী পোষাকের চলন ৮৫
ইণ্ডিয়া গেজেট ১৯৬

ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন—ধর্ম্মসভা ১৪২
ঈষ্ট, ই এচ, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ ৫, ১২২
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজারা বিষয়ক ১৯৭

উইল্‌সন, ডাক্তার ৩৮, ১৯৫
—সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান ৫৫
—সংস্কৃত কলেজ ১৮
—হিন্দুকলেজ ৩০
উইলার্ড সাহেব ৪, ৫
উড়ে বেহারা—তিন লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় ১০৫
'উদন্ত মার্ত্তণ্ড'—প্রথম হিন্দী সমাচার-পত্র ৭৭
'উপদেশ কথা' (হিন্দী)—অ্যাডাম সাহেব ৬৫
উমানন্দন ঠাকুর—গৌড়ীয় সমাজ ১২-১৪, ৩১
—স্কুল-বুক-সোসাইটি ৩
—স্কুল-সোসাইটি ৪
উলা (বীরনগর) ৮, ৮১, ১৩৮

একোদ্দিষ্ট—গুরুপ্রসাদ বসুর পিতার ১৫৬

'ওরিয়েণ্টাল্ অবজার্ভার' ১৯৬
'ওরিয়েণ্টাল মারকারি' ৭৬
'ওরিয়েণ্টাল রেকর্ডার' ৭৮

ঔষধ-দান—প্রাণকৃষ্ণ হালদার, চুঁচুড়া ১০৯
'ঔষধসারসংগ্রহ'—রামকমল সেন ৫৩

কপিলদেবের মন্দির, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৬
কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী—'চণ্ডী' ৫৩
'কবিকল্পদ্রুম' ৫৬
'কবিতারত্নাকর' ৬৫
কবিতা-সঙ্গীত-সংগ্রাম—গুরুচরণ মল্লিকের বাটী ৯৯
কবির (বেতনভুক্ত) দলের দুর্গতি ৯৮
কমরশুল বাঙ্ক ১০৫
কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য,
অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ১৮
—মেদিনীপুর আদালতের পণ্ডিত ২১, ৩৮
'কর্ম্মবিপাক' ৭৫
'কর্ম্মলোচন'—তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত,
বাংলা তর্জমা পয়ারে ৪৩, ৫৭
করীম হোসেন, মৌলবী ৩
কলিকাতা—গীর্জাঘর ১৭০-১৭১
—নক্সা, মেজর সক ১৯৩
—পটলডাঙ্গার জলাশয় ১৭৯
—পুলিস ২০৭
—বৃত্তান্ত ১৮৭
—রাজপথ ও নরদমা ১৭৭-১৮০, ১৮২
—রাস্তায় আলো ১৭৯
—লোক-সংখ্যা ১৯২
—শহরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ১৮৩
—সভা ১১৬, ২০২
'কলিকাতা উইকলী প্রাইস কারেণ্ট' ১৯৭
'কলিকাতা একস্‌চেঞ্জ প্রাইস কারেণ্ট' ১৯৭
'কলিকাতা গেজেট' ১৯৬
'কলিকাতা জর্ণাল' ৯, ১৯২
কলিকাতা ব্যাঙ্ক ১৯২
কাটোয়া—ইতিবৃত্ত ১৮৪
কান্ত বাবু ১৪২
'কামরূপ,' যাত্রা—জগন্মোহন বসু ৯৫
'কামরূপা'—ফ্রাঙ্কলিন, উইলিয়াম ৯৫
কালাচাঁদ বসু—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৫
—সহমরণ-সম্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তক ৫৪
'কালিডসকোপ' ম্যাগাজিন ৭৫
কালিদাস সভাপতি—'কর্ম্মলোচন' ৫৭
—শ্রীরামপুর টোল, জ্যোতিষের অধ্যাপক ১৬
কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ—ধর্ম্মসভা ১৫১
কালীকুমার রায়, কলেজ কাউন্সিলের বাংলা
খোসনবিস ৩৫
কালীকৃষ্ণ বাহাদুর—ধর্ম্মসভা ১৫০
—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
কালীঘাটে পূজা—মহারাজা গোপীমোহন দেব ১৪০
কালীনাথ রায়—সহমরণ-রহিতকরণে
বাংলায় প্রশংসাসূচক পত্র পাঠ ১৫৪
কালীপ্রসাদ ঘোষ—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
কালীপ্রসাদ পোদ্দার, যশোহর—
যশোহর হইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত পথ-নির্ম্মাণ ১৮০
'কালীর সহস্রনাম' ৬১
কালীশঙ্কর ঘোষাল—কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয়ে
ধনদান ১০২, ১০৩
—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
—গৌড়ীয় সমাজ ১৫
কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ১৫১
কালীশঙ্কর রায়, দেওয়ান—কাশীর
দুর্গাদেবীর মন্দির সংস্কার ১৬১
কাশী—কলিকাতা হইতে কাশীর
পথে রজ্জুময় সেতু ১৮৯
—বিবরণ ১৬০
—লবণ তৈয়ারী ১০৭
কাশীকান্ত ঘোষাল—গৌড়ীয় সমাজ ১২-১৫
—স্মৃতি-শাস্ত্রের তর্জ্জমা ৬৩
কাশীদাস ৪৬
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাকিয়র
সাহেবের দেওয়ান—মৃত্যু ১২৬
কাশীনাথ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য—চতুষ্পাঠী, নবদ্বীপ ৩৭
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, স্মৃতি-শাস্ত্রের
অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২০
—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩
—'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' ৫৮
—চব্বিশ-পরগণার পাণ্ডিত্য-কর্ম্মে নিয়োগ ৩৭

কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ৩৮
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০
—কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয় ১০৩
কাশীনাথ বসাক—মৃত্যু ১২৬
কাশীনাথ মল্লিক—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩, ১৫
—ধর্ম্মসভা ১৫০
—বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসকরণ বিষয়ে সভা ১১
কাশীনাথ শর্ম্মণঃ, শিমলা—'মুগ্ধবোধ কৌমুদী' অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ ৫৬
কাশীনাথ সার্ব্বভৌম—'চৌরপঞ্চাশিকা' ৬৪
কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইংরেজী কাব্য গ্রন্থ ৪৪-৪৭, ৪৯
কিট সাহেব—ব্যাকরণ ৬৫
কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন—অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২০
কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, মহারাজ ১৮৪
কুক, মিস—বালিকা পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ৯
কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয় ১০২, ১০৩
কুস্তি ১০১, ১০২
—বালিকাদের ১০২
কৃত্তিবাস ৪৬
—রামায়ণ আদ্যকাণ্ড, শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত বাংলা তর্জমা ৭৫
কৃষ্ণকিশোর, ত্রিপুরার বড়ঠাকুর,—বিবাহ ১৪৩
কৃষ্ণচন্দ্র বসু—ধর্ম্মসভা ১৫১
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজ ১৮, ৪৬, ৪৭
—রাজবাটীতে পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ ৩৩
—শারদীয় পূজায় সমারোহ ৯৩
কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়—বেদান্ত পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজ ২১
কৃষ্ণধন মিত্র ৩০
কৃষ্ণমিশ্র—'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক ৫৮
কৃষ্ণমোহন মজুমদার—বেদান্ত মত ১৬৮
কৃষ্ণমোহন দাস—'জ্যোতিষ দিনকৌমুদী' ৬০
কৃষ্ণমোহন দে—পেটি জুরি ১২৩
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পাদরি) ৯২
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ১৫১
কৃষ্ণহরি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, কথক ৩৬
কেরি, উইলিয়াম ৯, ২৫, ৩৮
কেরি, ডাক্তার—বাংলা অভিধান ৬২
—শ্রীরামপুর কলেজ ২৫
কোরি (পাদরি) ৯, ২৯
কোম্পানীর কাগজ ১০৭
'ক্রিয়াম্বুধি' ৬৭
'ক্রিয়াযোগসার', পদ্মপুরাণান্তর্গত ৭
কলোনাইজেশন (উপনিবেশ-স্থাপন) ১১৬
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ১৫২
— হিন্দুকলেজের ছাত্র ৫

খনা—বিদুষী ৭
খাল—টাকির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কুড়ের হাটখোলা পর্য্যন্ত ১৮১
খিদিরপুরের সেতু ১৮০, ১৯৩

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য—ইংরেজী বর্ণমালার বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা ৫২
—দ্রব্যগুণ ভাষা ৬১
—শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কর্ম্মচারী ও 'অন্নদামঙ্গল'-প্রকাশক ৭৪
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান ১২৪, ১২৫, ১৬০
—নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেবালয় স্থাপন ১৫৮
গঙ্গাধর আচার্য্য—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ—অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২০
'গঙ্গাভক্তি' ৭৫
'গঙ্গামাহাত্ম্য' ৫৮
গঙ্গাসাগর ১৮৫-৮৭
গণেশ-জননী পূজা ১৩৮
গদাধর ন্যায়রত্ন—'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' ৫৮
গদাধর শেঠ—সঞ্চয় ভাণ্ডার ১১২
গিরীশচন্দ্র রায়, মহারাজ—নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাঠী ১৭
গীর্জাঘর—কলিকাতা গড়ের ১৭১
—ধর্ম্মতলা, কলিকাতা ১৭১
—বৈঠকখানা ১৭০

গুরু-পূজা—নবদ্বীপ ১৩৯
গুরুচরণ মল্লিক—হাজি সাহেবের সং ৯৪
গুরুপ্রসাদ বসু—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
—বেদাধ্যাপনা নিমিত্ত সভা ১৮
—ধর্ম্মসভা ১৫১
গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ৩৮
গেঞ্জেস রিভার ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ১০৯
গোকুলচন্দ্র ঘোষাল (দেওয়ান), খিদিরপুর ১২৮
গোকুলনাথ মল্লিক—ধর্ম্মসভা ১৫০, ১৫২
—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
গোপাল দাস মনোহর দাস ১২০
গোপাল মুখোপাধ্যায় ৩০
গোপীমোহন ঠাকুর—মৃত্যু ১২৩
গোপীমোহন দেব—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
—ধর্ম্মসভা ১৫০
—বরিশালে জলপ্লাবন ১০৩
—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
—স্কুল-সোসাইটির ছাত্রগণের পরীক্ষা ৪, ৫
—হাতীবাগানের চতুষ্পাঠী ১৭
গোবিন্দরাম উপাধ্যায়—ব্যাকরণ অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ১৯
গোবিন্দানন্দ, কবিকঙ্কণ ৪৬
গোরক্ষনাথ যোগী ১৬৭
'গোলাধ্যায় পঞ্চম ভাগ' (ক্যুয়েক্তী নাগরী)—তারিণীচরণ মিত্র ৬৫
গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জনাই ১৪৩
গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি ১১২
গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯২
গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার—'নবদ্বীপসম্মত পঞ্জিকা' ৫৫
গৌরচাঁদ দে ২৯
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩
—স্কুল-সোসাইটির পাঠশালার তদারক ৪
—স্কুল-সোসাইটির বিদ্যার পরীক্ষা ৫, ৬
গৌর শেঠের বিধবা ১৬২
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
—দুর্গাচরণ পিতুড়ীর বিবয়াংশী ১৩০
—ধর্ম্মসভা ১৫১
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ—গবর্ন্মেণ্ট হাউসে সহমরণ-বিষয়ে সভায় বক্তৃতা ১৪৮
গৌহাটী—ইংরেজ সৈন্যকর্ত্তৃক আয়ত্ত ১৯২
গ্যাস—নূতন আমদানি ১৭৯
গ্রে, লেডি—হিন্দুকলেজ ৩০
চড়ক—স্ত্রী-পুরুষে ঘুরণ ১৩৭
'চণ্ডী'—তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য ৬৪
চণ্ডীপূজা—বৈশাখী পূর্ণিমা, উলাগ্রাম ১৩৮
চতুষ্পাঠী ১৬-১৮
'চন্দ্রকান্ত' ৬৭, ৬৮, ৭৫
চন্দ্রকুমার ঠাকুর ১০৬, ১২০, ১২১
—খাজাঞ্চী, কমরশ্যল ব্যাঙ্ক ১২৪
—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩, ১৪, ১৫
'চন্দ্রবংশ' ৭৫
চন্দ্রশেখর মিত্র—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
—ধর্ম্মসভা ১৫১
চরকা-কাটনির দরখাস্ত ১১০
'চাণক্য' ৭৪
'চাণক্য শ্লোক'—রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪
চাঁদ সওদাগর ব্রহ্মাণীর পূজা ১৩৯
চারনক সাহেব—কলিকাতার বৃত্তান্ত ১৮৮
চার্চ মিশনরী সোসাইটি—বালিকাদের শিক্ষা ১১
চিকিৎসা-গ্রন্থ ৫৭
চিকিৎসালয়—গরাণহাটা নং ৩২৭ বাটী ১১৪, ১৮৩
—পার্ক ষ্ট্রীট নং ১০ বাটী ১০৪
চিহ্ন-বিষয় ৪৪
চুঁচুড়া—ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ ১৯১
—সং ৯৩
'চৈতন্যচরিতামৃত' ৬৬
চৈতন্যমঙ্গল গান, সমাজ-চিত্র ৮১
চৌরপঞ্চাশিকা—কাশীনাথ সার্ব্বভৌম ৬৪
ছাত্রদিগের পরীক্ষা—হিন্দুকলেজ ২৯

জগন্নাথ দাস বর্ম্মণ—ধর্ম্মসভা ১৫১
জগন্নাথদেবের পরিচারকগণের বিবরণ ১৬২
'জগন্নাথমঙ্গল'—পাঁচালি গান ৫৪
জগন্মোহন বসু—'কামরূপ' ৯৫
জগন্মোহন মল্লিক—বিক্রমাদিত্যের যাত্রা ৯৭
—মাতৃশ্রাদ্ধ ১৫৬
জগমোহন বসু—ভবনীপুরের স্কুল ২৫, ২৬
'জন বুল' ৯২, ১৯৬
'জনসন্স ডিকশ্যনরি'
ইংরেজী-বাংলা—জন মেন্দিস ৫৮
—রামকমল সেন ৬১
—লেবেণ্ডর সাহেব ৬০
জয়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়—'শ্রীভগবদ্গীতা'
(পয়ারে শ্লোকার্থ) ৫৪
জয়কৃষ্ণ সিংহ—মৃত্যু ১২৭
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' ৫৩
—কাব্য অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ১৯
জয়নারায়ণ ঘোষাল—কাশীতে পাঠশালা ২২
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—ধর্ম্মসভা ১৫১
জয়নারায়ণ মিত্র—ধর্ম্মসভা ১৫১
জলকর বিষয়ে আইন ১৯৩
'জহরি' ৬৫
'জাম-ই-জাহাঁনুমা' ১৯৭
জিকুহরি বিগ্রহ, তমলুকের অন্তঃপাতী
পদ্মনাশনে ১৫৯
জেনরল ব্যাঙ্ক ২০৪, ২০৫
'জ্যোতিষ' ৬৫
'জ্যোতিষ দিনকৌমুদী'—শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস ৬০

টালা কোম্পানী—নীলাম-ঘর ৩৮
টুনুমনী, গৌর শেঠের বিধবা—নূতন ঘাট, বল্লভপুর ১৬২
টেলিগ্রাফ ২১০
টৌল, শ্রীরামপুর ১৬

ডগলাস, রবার্ট—বাংলা ভাষায় চিকিৎসাগ্রন্থ ৫৮
ডাকঘর ২১০
ডাকাতি ১৯১
ডালি দেওনের নিষেধ কল্পনা ২০৬
ডিক, এফ, মেদিনীপুরের জেলা জজ ৩৮
ডিক্রুশ, ডি—'বক্তিয়ার', ইংরেজী-বাংলা তর্জমা ৫৯
ডিয়র বিবি—বর্দ্ধমানে বালিকা-বিদ্যালয় ১১
ডিয়ারম্যান, হিন্দু কলেজের শিক্ষক ২৮
ডিরোজিও—ধর্ম্মতলা অ্যাকাডেমী ১৯৬
—হিন্দুকলেজের শিক্ষক-পদে নিয়োগ ২৮
'ডোমেষ্টিক রিটেল প্রাইস কারেন্ট' ১৯৭
ড্রামণ্ড—ধর্ম্মতলা অ্যাকাডেমী ২৪, ১৯৫

'তর্পণ এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম শিক্ষা
বিবরণ' ৬০
তারকনাথ ঘোষ ২৯
তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, জনাই—বিবাহ ১৯৩
তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৪
তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য—'চণ্ডী' ৬৪
তারাচাঁদ মজুমদার—ধর্ম্মসভা ১৫২
তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য, সুপ্রীমকোর্টের
দ্বিতীয় পণ্ডিত ৩৬
তারিণীচন্দ্র মল্লিক—ধর্ম্মসভা ১৫১
তারিণীচরণ মিত্র ৩
—'গোলাধ্যায় পঞ্চম ভাগ' ৬৫
—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
—পেটি জুরি ১২৩
—ধর্ম্মসভা ১৫০
তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ২৯
তারিণীচরণ শিরোমণি, পণ্ডিত, শ্রীরামপুর মিশন ৭৭
তিলকচন্দ্র—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০৬
'তিথিতত্ত্ব' ৪৩
তেজচন্দ্র রায়—বর্দ্ধমান কলেজ ২৩
'তৌকিয়াত কিসরা ও মরফিৎ ও জবা' ৬৫

দয়াচন্দ্র—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০৬
দরগা, পাটনা—আরজানি সাহেব ১৭১
'দস্তুরলএনসা' ৬৫

'দায়ভাগ সংগ্রহ'—রামজয় তর্কালঙ্কার ৬৪
দিগম্বর মিত্র ২৯
'দিগ্দর্শন,' কলিকাতা স্কুল-বুক-সোসাইটি ২৫
দিল্লীর বাদশাহ—ইংলণ্ডে উকীল প্রেরণ ১৩২
দুর্গাচরণ দত্ত—স্কুল-সোসাইটি ৫
দুর্গাচরণ পিতুড়ী—মৃত্যু ১৩০
দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার ১৯৪
দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ—'মুগ্ধবোধে'র টীকা ৫৬
দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান
গোকুলচন্দ্র ঘোষালের দৌহিত্র—মৃত্যু ১২৮
দুর্গোৎসব ১৩৭
'দূতীবিলাস'—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪, ৭০
দেবনারায়ণ দেব—ধর্ম্মসভা ১৫১
দেবানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৯
দোলযাত্রা ১৩৬
'দ্রব্যগুণ ভাষা'—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ৬১
দ্বারকানাথ ঠাকুর ২০৩
—কলোনাইজেশন ১১৬
—গৌড়ীয় সমাজ ১২-১৫
—নূতন গৃহসজ্জার ৯৪
—'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৭৭

ধর্ম্মতলা অ্যাকাডেমী ২৪, ১৯৪—১৯৬
ধর্ম্মসভা ১৪৯, ১৫৪

নকুধর—পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ১৮৯
নন্দকুমার শেঠ—হিন্দু থিয়েটার ৯৫
নন্দলাল ঠাকুর ১০১, ১০২
নবকিশোর মিত্র ১০৩
নবকৃষ্ণ, মহারাজ ১৪০
নববাবুদের ব্যবহার ৮৪
'নববাবুবিলাস'—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০
নবীন যোগীর উপাখ্যান ৮৭
নব্যাভবা বিবেকীর বিবরণ ৮৮
নরবলি ১৪০
'নলদময়ন্তী' ৭৫
—যাত্রা, গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের বাটী ৯৬
নসীরুদ্দৌলা, নবাব (ডেভিড অক্টারলোনি) ১৯১
নাচ—রূপলাল মল্লিকের বাটী ৯১, ৯২
নাথুরাম শাস্ত্রী—অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২২
নাম সংক্ষেপ করণ সম্বন্ধে আলোচনা ৯০
'নারদসম্বাদ'—বদনচন্দ্র পালিত ৬০, ৬৪
নিকী, নর্ত্তকী ৯১
'নিত্যকর্ম্ম' ৭৫
নিমাইচরণ শিরোমণি—স্মায়াধ্যাপক, সংস্কৃত
কলেজ ১৮
নিমাইচাঁদ শিরোমণি—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
নীলকরের দৌরাত্ম্য ১০৮
নীলমণি কবিতাওয়ালা ৯৮
নীলমণি দে—ধর্ম্মসভা ১৫০, ১৫১
—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার—স্মৃতিশাস্ত্রের
বাংলা তর্জ্জমা ৬৩
নীলমণি মল্লিক—মৃত্যু ১২৭
নীলমণি হালদার—শ্রীরামপুরে ছাপাখানা ৬৫, ১৯৩
নীলরত্ন হালদার—জ্যোতিষ গ্রন্থ ৬৩
—'বহুদর্শন' ৬৩
নীলু ঠাকুর (কবিওয়ালা)—মৃত্যু ৯৮
নীলের চাষ—যশোহর ১৫৮
নৃসিংহচন্দ্র বসু ২৯
নৃসিংহচন্দ্র রায়, রাজা ১৩০
নৃসিংহদেব রায়, বাঁশবেড়িয়া ১৫৯
নেটিভ জুরি ১৮৩
নেটিভ ফিমেল স্কুল, কলিকাতা ১০
নেটিভ হাসপাতাল ১০৪, ১৮৩
নেপালে প্রস্তুত কাগজ ১৯৪

'পঞ্চাঙ্গসুন্দরী' ৬০
পঞ্জিকা ৫২, ৭৫
'পদাঙ্কদূত' ৬০, ৭৫
'পদ্মপুরাণ,' ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার—
পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় ৬০
পরমানন্দ তর্কপঞ্চানন, যশোহর ৩৬

পাকা বাটী অসমাপ্ত রাখার রীতি ৮৪
'পাঠশালার রীতি' (হিন্দী)—অ্যাডাম সাহেব, কাশী ৬৪
পারসী ও বাংলা আইন ৬৫
'পার্থিনন', ইংরেজী সামরিক পত্র ৭৮
পার্ব্বতীচরণ তর্কভূষণ—ধর্ম্মসভা ১৫২
পিয়র্শ সাহেবের ছাপাখানা, ইটালি ৬৪
পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়—'পদ্মপুরাণান্তর্গত
ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার' ৬০
—অমর সিংহকৃত অভিধানের
বাংলা সংস্করণ 'শব্দসিন্ধু' ৫১
পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয় ৭৫
পীরণ, বিবি—বর্দ্ধমানের বালিকাদের শিক্ষা ১১
'পুরাণবোধদ্দীপন'—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৩
'পুরুষপরীক্ষা' ৪৫
পুলিস কমিটি ১৮৩, ২০৭
পেটি জুরি ১২৩
প্যারিমোহন সেন ২৯
'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ৫৮
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২০৩
—কলোনাইজেশন ১১৬
—গৌড়ীয় সমাজ ১২-১৪
—পুত্রের জন্মে নৃত্যগীত ১২৪
—'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৭৭
'প্রাচীন পদ্যাবলি'—শ্রীরাম তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য ৬৭
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস—আনন্দধাম, খড়দহ ১৫৮
—ধর্ম্মসভা ১৫১
—নূতন জ্যোতিষ গ্রন্থ ৫৫
—'প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি' ৫৮, ৬৭
—'প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী' ৬৭
—'প্রাণতোষণী নামধেয় লতা' ৬০
—'তন্ত্রকৌমুদী' ৬৭
'প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি'—প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৫৮, ৬৭
প্রাণকৃষ্ণ হালদার, চুঁচুড়া—ঔষধদান ১০৪
প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী'—প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৬৭
প্রাণতোষণী নামধেয় লতা'—প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৬০, ৬৭
প্রেস আইন ১১৭
ফ্রাউডেন, টি—সরিফ ১২০, ১২১
ফেলিক্স কেরি—ইংরেজী-বাংলা অভিধান ২৫, ৪৬
—বিদ্যাহারাবলী ৪৪
ফেল, কাপ্তান—সংস্কৃত-ইংরেজীতে মেদিনী অভিধান ৫৫
ফ্রাঙ্কলিন, উইলিয়ম 'কামরূপা' ৯৫
'বক্তিয়ার', ফারসী হইতে ইংরেজী-বাংলা তর্জ্জমা ৫৯
'বঙ্গদূত'—বাংলা সংবাদপত্র ৭৭, ১৯৪, ১৯৭
বঙ্গভাষার উৎপত্তি ৪০
'বত্রিশ সিংহাসন' ৬০, ৬৪
বদনচন্দ্র পালিত—'নারদসম্বাদ' ৬০
—প্রেস, শাঁখারিটোলা ৬৪
বরিশালে জলপ্লাবন ১০৩
বরযাত্রিকের অবস্থা ৮৬
'বর্ণমালা', বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা—
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ৫২
'বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস'—রাধাকান্ত দেব ৫৯
'বর্ণমালা', রিপ্রিন্ট—ই. হার্ট সাহেব ৬৫
বর্দ্ধমান কলেজ ২৩
বর্দ্ধমানের বিবরণ ১৮৪
বসন্ত সিংহ—কাশী ১৬০
'বহুদর্শন'—নীলরত্ন হালদার ৬৩
বাংলা অভিধান—ডাক্তার কেরি ৬২
বাংলার বৃত্তান্ত—লর্ড লিভারপুলের নিকট
স্যর ই এচ্ ইষ্টের পত্র ১২২
বাংলার সিংহাসন—ইংলণ্ডের রাণীকে নজর ১৮৪
বাকিংহাম, জে এস—বরিশালে জলপ্লাবন ১০৩
'বাঙ্গলা শিক্ষক'—স্কুল-বুক-সোসাইটি ৫০
বাঙ্গাল গেজেট আপিস—'ভগবদ্গীতা' ৪৪
বাজার দর ১০৮
বাণিজ্য ১০৯
বাণীকণ্ঠ রায়, রাজা, যশোহর ১২৪
বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য—
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ ৩৩
'বায়ুব্রহ্ম' ৭৫
বারএয়ারি পূজায় বিরোধ ১৩৮
বারুণী স্নান ১৩৬

বালিকা পাঠশালা ৯-১২
বালিকাদের মল্লযুদ্ধ—নন্দলাল ঠাকুরের
বাটীর সম্মুখে ১০২
বাষ্পের জাহাজ—কলিকাতায় আগমন ১৯৩
বিক্রমাদিত্যের যাত্রা—
জগন্মোহন মল্লিকের বাগানবাটী ৯৭
বিচারকর্ত্তার নূতন নিয়ম—রাত্রিতে যষ্টি-হস্তে
গ্রামে নীচ জাতীয় লোকদের চৌকী
দেওয়া (হুগলী) ১২৩
বিজয়কৃষ্ণ শেঠ—সঞ্চয় ভাণ্ডার ১১২
বিজয়গোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান—তীর্থযাত্রা ১৬০
'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'—চিরঞ্জীব শর্ম্মা ৬৫
বিদ্যার পরীক্ষা—স্কুল-সোসাইটির বালকদিগের ৫
'বিদ্যাসুন্দর' ৪৩, ৪৭, ৭৫
বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ৯৫
'বিদ্যাহারাবলী'—ফেলিক্স কেরি ২৫, ৫৪
বিনায়ক ঠাকুর ২৯
বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ১৩৮
বিমলা দেবী, ময়মনসিংহ—কাশীতে শিব-প্রতিষ্ঠা ১৬০
বিশপ্‌স কলেজ ২৪
বিশ্বনাথ দত্ত—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, শোভাবাজার ৫৫, ৬৪
বিশ্বনাথ বাবু - ডাকাত-সর্দ্দার ১৯১
বিশ্বনাথ মতিলাল—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৪
—দুর্গাচরণ পিতুড়ীর বিষয়াংশী ১৩০
বিশ্বম্ভর পানি—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
বিশ্বম্ভর মল্লিক—মাতৃশ্রাদ্ধ ১৫৬
বিশ্বম্ভর সেন ১০৩
'বিশ্বরূপাদর্শ'—রামস্বামী ৬৪
'বিষ্ণুর সহস্রনাম' ৬১, ৭৫
বীমা ১০৯, ১১০
বীরনগর (উলা) ৮, ৮১, ১৩৮
বীরনৃসিংহ মল্লিক ১২১
বীরেশ্বর মল্লিক—গৌড়ীয় সমাজ ১২
—মল্লযুদ্ধ ১০১
বৃন্দাবন ঘোষাল—কবিতা-সঙ্গীত-সংগ্রাম ৯৯
বেগম সমরু ১৯১, ১৯২
বেগার-ধরণে নিষেধাজ্ঞা ১২৩
'বেঙ্গল ক্রণিকল্' ১৯৬
'বেঙ্গল হরকরা ও ক্রণিকল্' ১৯৬
'বেঙ্গল হেরাল্ড' ১৯৬
বেণীমাধব ঘোষ ২৯
বেণ্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়ম—সতীর বিবয়ে আরজি ১৪৯
—সহমরণ ১৪৯
—হিন্দুকলেজ ৩০
'বেতাল পঞ্চবিংশতি', দ্বিতীয় মুদ্রণ ৬৪, ৭৫
বেদান্ত মত ১৬৮
বেরা ভাসান ১৭২, ১৭৩
বেলী, বিবি—হিন্দুকলেজ ৩০
বেলী সাহেব—হিন্দুকলেজ ২৯, ৩০
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গাল গেজেটি আপিস ৫৪
বৈদ্যনাথ, নন্দলাল ঠাকুরের ভৃত্য—মল্লযুদ্ধ ১০১
বৈদ্যনাথ আচার্য্য—ধর্ম্মসভা ১৫২
বৈদ্যনাথ দাস—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের
সম্পাদক—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
—মৃত্যু ১২৭
বৈদ্যনাথ মৈত্র, সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ৪০
বৈদ্যনাথ রায় (রাজা) ১১, ১৩০
—বালিকাদের বিদ্যাভ্যাসার্থ বিংশতি সহস্র
মুদ্রা প্রদান ৯
—হিন্দুকলেজ ২৯
বৈষ্ণবদাস মল্লিক ১২০
—ধর্ম্মসভা ১৫০
'ব্যবস্থার্ণব' ৭৫
ব্রজমোহন মজুমদার—বেদান্তসভা ১৬৮
ব্রহ্মাণী পূজা ১৩৯
'ব্রাহ্মণিকেল ম্যাগাজিন ও ব্রাহ্মণসেবধি'—
সহমরণ ১৪৯
ব্রাহ্মসমাজ—চিৎপুর ১৬৯
ব্রিটন, ডাক্তার—পাঁচ ভাষাতে শারীর-তত্ত্বের গ্রন্থ ৬৩
'ব্রিটীন'—ফেলিক্স কেরি ২৫

'ভগবতীগীতা'--রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন ৫৭
—শ্রীমন্ত রায় ৬১
ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়-ধর্ম্মসভা ১৫১
'ভগবদ্গীতা' ৭৫
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১
—গৌড়ীয় সমাজ ১২-১৫
—ধর্ম্মসভা ১৪৯-১৫১
—পেটি জুরি ১২৩
—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
—'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ৭৬
ভবানীচরণ মিত্র—সতীর পক্ষে আরজি ১৫১, ১৫৩
'ভর্তৃহরিত্রিশতক'—রামদাস ন্যায়পঞ্চানন ৭৩, ৭৪
'ভস্মকৌমুদী'---প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ৬৭
'ভাগবত' ৭৫
'ভাগবতসার'—মাধব শর্ম্মা ৬৪
ভারতচন্দ্র রায়—'অন্নদামঙ্গল' ৯৫
'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ৬৫
ভারতবর্ষের নক্সা, বাংলা অক্ষরে ১৯৩
ভাষা অভিধান ৬৫
ভাষা ব্যাকরণ ৬৫
ভুবনমোহন বসাক—সঞ্চয় ভাণ্ডার ১১২
'ভূপালকদম্ব'—পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কবাগীশ ৭২
ভোলানাথ মিত্র---ধর্ম্মসভা ১৫১
ভ্রাতৃভাগের ব্যবস্থা ২০৫

মণিপুরের যাত্রা সম্প্রদায়—মতিলাল শীলের বাটী ৯৬
মণিমাধব দত্ত, হাটখোলা—মৃত্যু ১২৮
মণ্ডূকোপনিষদ---রামমোহন রায়ের তর্জ্জমা ৫৩
মতিলাল শীল—মণিপুরের যাত্রা সম্প্রদায় ৯৬
মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয় ৭৫
—'সমস্ত্রল আখবার' ৭৬
মথুরামোহন সেন—ধর্ম্মসভা ১৫১
মধুসূদন রায়—ধর্ম্মসভা ১৫১
'মনোরঞ্জন ইতিহাস', রিপ্রিণ্ট ৬৪
মল্লযুদ্ধ—রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বাগান ১০১
'মহাভারত'---চন্দ্রিকা যন্ত্রালয় ৭১
মহারাণী ভবানী—কাশীতে দুর্গাদেবীর মন্দির
নির্ম্মাণ ১৬১
মহিন্দিলাল যন্ত্রালয় ৭৫
'মহিম্নঃস্তব' ৭৫
মহিষমর্দ্দিনী পূজা ১৩৮
মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা, শাঁখারিটোলা ৬০
মহেশচন্দ্র সিংহ ২৯
মাতঙ্গী পূজা ১৩৮
মাদ্রাসা, কলিকাতা ২৭, ১৯২
মাধব শর্ম্মা—'ভাগবতসার' ৬৪
'মানসিংহোপাখ্যান' ৭৫
মার্টিন, আর এম—সম্পাদক, 'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৭৭
মার্টিন, জেনারেল—দান ৩১
—লা মার্টিনিয়ের কলেজ ৩০
মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ১৩৬
মাহেশের রথ ১৩৫
'মিতাক্ষরা দর্পণ'—লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ৬০
মিরজা মহম্মদ অস্করি—স্কুল-সোসাইটির
কমিটির সভ্য ৫
মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, উলা মহারাজ
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বয়স্ক ৮১
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ৮, ৪৬
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৩, ৪৫, ৪৬
—সুপ্রিম কোর্ট ১১৫
—সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত ৩৪
মেকলে সাহেব—সিমলাতে স্কুল ১৯৪
মেকেঞ্জি, হোল্ট—হিন্দুকলেজ ৩০
মেণ্ডিস, ই—গেঞ্জেস রিভার ইন্সিওরেন্স কোম্পানি ১০৯
মোতিচাঁদ, খিদিরপুরের দেওয়ান ১৩৮
—বৈদান্তিকদের সভা ১৩৮
'মোহমুদ্গর'—রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪
মার্শ, রেভারেণ্ড জন, অধ্যাপক, শ্রীরামপুর কলেজ ২৫
ম্যাকনটেন---হিন্দুকলেজ ২৯
ম্যাকিণ্টস কোম্পানি - কমরশ্যল ব্যাঙ্ক ১০৫

যবন জাতি, আসাম—হিন্দু ব্যবহারযুক্ত ৮৯

যাত্রা—কলিরাজার ৯৫
—কামরূপ ৯৫
—বিক্রমাদিত্যের ৯৭
—বিদ্যাসুন্দর ৯৫
—মণিপুরের ৯৬
যাদবচন্দ্র সেন ২৯
যাবনিক রুটি ভক্ষণ ৯১
যুগাধ্যান মিশ্র, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২১
রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য ৩২, ৩৩
রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত ৩৬
—গৌড়ীয় সমাজ ১৩
'রতিমঞ্জরী' ৪৩, ৬০, ৭৫
রথযাত্রা ৯০, ১৩৫
রমানাথ ঠাকুর, খাজাঞ্চি, জেনরল ব্যাঙ্ক ২০৪
—মৃত্যু ১৩১
'রসমঞ্জরী' ৪৩, ৭৫
রসময় দত্ত ১০৩, ১২০
—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ৩০
রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৯
রাইচরণ রায়—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
রাঘবরাম গোস্বামী, শ্রীরামপুর দোলযাত্রা ১৩৬
রাজকৃষ্ণ বাহাদুর, মহারাজ—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
—মৃত্যু ১২৮
রাজকৃষ্ণ মিত্র ২৯
রাজকৃষ্ণ সিংহ—'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৭৭
রাজচন্দ্র দাস—অধ্যক্ষ, জেনরল ব্যাঙ্ক ২০৪
রাজচন্দ্র রায়—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০৬
রাজবল্লভ শীল—ধর্ম্মসভা ১৫১
'রাজাবলি' ৪৫
রাধাকান্ত দেব ৬,১২০
—গৌড়ীয় সমাজ ১২-১৫
—ধর্ম্মসভা ১৪৯, ১৫০
—'বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস' ৫৭, ৫৮
—'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ ৫৩
—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
—স্কুল-বুক-সোসাইটি ৫০
—স্কুল-সোসাইটি ৫
রাধাকৃষ্ণ ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য, ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও কবি ৩৫
রাধাকৃষ্ণ মল্লিক—গৌড়ীয় সমাজ ১৪
রাধাকৃষ্ণ মিত্র ১২১
—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০৬
—ধর্ম্মসভা ১৫০, ১৫১
রাধাচরণ বিদ্যাবাচস্পতি, মেদিনীপুর আদালতের পণ্ডিত ৩৮
রাধাচরণ মজুমদার ১৬৮
রাধানাথ মিত্র—'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৭৭
রাধানাথ শিকদার ২৯
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—অধ্যক্ষ, জেনরল ব্যাঙ্ক ২০৪
—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০৬
—কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয় ১০৩
—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩, ১৫
—ধর্ম্মসভা ১৫১
রাধামোহন সেন ৪৭
'রাধিকামঙ্গল' ৬০
'রাধিকার সহস্রনাম' ৬১
রামকমল সেন—ইংরেজী-বাংলা অভিধান ২৫, ৫৬
—'ঔষধসারসংগ্রহ' ৫৩
—গৌড়ীয় সমাজ ১২-১৪
—'জনসন ডিকশনরি' ৬১
—ধর্ম্মসভা ১৫০, ১৫১
রামকান্ত রায়, রাজসাহীর রাজা ৮
রামকিঙ্কর শিরোমণি—'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' ৫৮
রামকুমার তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপের ধর্ম্মদহ গ্রাম নিবাসী ৩৭
রামকুমার রায়, সদর দেওয়ানী আদালতের বাংলা আইন তর্জ্জমাকারক ৩৯, ৪০
রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়, চোরবাগান ৭৫
রামগঙ্গামাণিক্য, ত্রিপুরার রাজা ১৪৩, ১৪৪

রামগোপাল ঘোষ ২৯
রামগোপাল স্থায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, আড়পুলি চতুষ্পাঠী ১৭
রামগোপাল মল্লিক ১২০, ১২১
— ধর্ম্মসভা ১৫০
—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
রামচন্দ্র ঘোষ—গৌড়ীয় সমাজ ১২
—স্কুল-সোসাইটি ৫
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত কলেজে ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক পদে নিয়োগ ৩৮
রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, স্মৃতি অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ১৮
রামচন্দ্র মিত্র ৩০, ১২১
রামচন্দ্র রায় (মহারাজ)—মৃত্যু ১২৯
রামজয় তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য, গুপ্তিপাড়া ৩৭
রামজয় তর্কালঙ্কার ৩
—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩, ১৫
—'দায়কাণ্ডসংগ্রহ' ৬৪
রামজয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২০
রাম তর্কবাগীশ—'মুগ্ধবোধে'র টীকা ৫৬
রামতনু বিদ্যাবাগীশ, সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ৩৯
রামতনু লাহিড়ী ২৯
রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য—'প্রাণতোষণী নামধেয় গ্রন্থ' ৬০
রামদাস স্থায়পঞ্চানন—'ভর্তৃহরিত্রিশতক' ৭৩, ৭৪
রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন, ব্যাকরণ অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ১৯
রামদুলাল দেব (সরকার)—আদ্যশ্রাদ্ধ ১৫৭
— গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
—গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩
—দুই পুত্রের বিবাহের ইস্তাহার ১৪৩
—বরিশালে জলপ্লাবন ১০৩
—মৃত্যু ১২৮
রামদুলাল স্থায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য, যশোহর ৩৬
রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য ৩২
রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য, কোম্পানীর কলেজের প্রধান পণ্ডিত ৩৬
রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জনাই ১৪৩
রামপ্রসাদ (কবিওয়ালা), নীলু ঠাকুরের ভ্রাতা ৯৮
রামমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্রাকিয়র সাহেবের দেওয়ান - মৃত্যু ১২৬
রামমোহন দত্ত—ধর্ম্মসভা ১৫১
রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ ৩৮
—স্মৃতিশাস্ত্রের বাংলা তর্জ্জমা ৬৩
রামমোহন রায় ১২০
—আত্মীয় সভা ৪২
—বরিশালে জলপ্লাবন ১০৩
—বেদান্ত মত ১৬৮
—'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৭৭
—ব্যাকরণ ৬৬
—মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাংলায় তর্জমা ৫৩
—মাণিকতলা বাগানবাটী নীলাম ১৩২
—সহমরণ ১৪৯
—সহমরণ-বিষয়ক বাংলা ভাষার পুস্তক ৫২, ৫৫
—সহমরণ রহিতকরণে গবর্ণর জেনারেলকে প্রশংসাসূচক পত্রপ্রদান ১৫৪
—স্কুল ২৬
রামরতন মল্লিক ১২০
রামরত্ন স্থায়পঞ্চানন—'ভগবতীগীতা' ৫৭
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, জনাই ১৪৩
রামলোচন ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা মৃত্যু ১২৬
রামলোচন বসাক—কবিতা-সঙ্গীত-সংগ্রাম ৯৯
রামশরণ ভট্টাচার্য্য ১৯৪
রামশ্যামা—'বিশ্বরূপাদর্শ' ৬৪
রামায়ণ, কৃত্তিবাস ৪৬
রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—'মোহমুদ্গর' ৬৪
—'শৃঙ্গারতিলক' ৬৪
রায়ভন হানিরমল—ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০৬

রাস্তা—কলিকাতা হইতে কাশী ১৮৮
—চান্দপাল ঘাট হইতে চিৎপুর ১৭৮
—জানবাজার হইতে ধর্ম্মতলা ১৭৮
—ধর্ম্মতলা হইতে বহুবাজার ১৭৭
—ধর্ম্মতলা হইতে বাগবাজার ১৭৮
—বহুবাজার হইতে গোয়ালপাড়া ১৭৯
—যশোহর হইতে অগ্রদ্বীপ ১৮০
রিচার্ড, কর্ণেল—লেড়কাকোল জাতি ১৬৭
রুদ্রমণি দীক্ষিত, বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ১৯
রুস্তমজী কাওয়াসজী ১২০, ১২৭
রূপনারায়ণ ঘোষাল—ধর্ম্মসভা ১৫১
—সখের কবিতার বৃত্তান্ত ৯৭
রূপনারায়ণ দে, হিন্দুকলেজের ছাত্র ৫
রূপনারায়ণ বসাক—সঞ্চয় ভাণ্ডার ১১২
রূপলাল মল্লিক ১২০
—রাস উপলক্ষে নাচ ৯১
—মাতৃশ্রাদ্ধ ১৫৬
রায়ান, স্যর এডওয়ার্ড—হিন্দুকলেজ ৩০

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব—স্কুল-বুক-সোসাইটিতে দান ৩
লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী—বিদুষী ৭
লক্ষ্মীকান্ত কবিতাওয়ালা ৯৮
লক্ষ্মীকান্ত (নকু) ধর, পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ১৮৯
লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার—ধর্ম্মসভা ১৫১, ১৫২
—পুস্তকাধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ ১৯
—মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপর্য্য ৫৯
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—গৌড়ীয় সমাজ ১২
—ধর্ম্মসভা ১৫১
লটারি ১৭৯, ১৮০
লবণের মাশুল ২০১
লর্ড বিশপ—শিবপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা ২৩
—বালিকাদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে সভা ১১
'লাউসেনের পালা' ৭০
লাডলিমোহন ঠাকুর—গৌড়ীয় সমাজ ১৪, ১৫
লা মার্ট্টিনিয়ের কলেজ ৩২
লালা বাবু, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র ১২৪
—মৃত্যু ১২৫
'লিটারারি গেজেট' ৪৪, ৪৭, ১৯৬
লিটারারি সোসাইটি, কলিকাতা ২১০
লেড়কাকোল জাতি—সিংহভূমি ১৬৬
লেবেণ্ডর সাহেব—জনসন ডিকশনরির ইংরেজী সমেত বাংলা ৬০
—ছাপাখানা ৬০
লোকনাথ রায়, কাসিমবাজার ১৪২

শঙ্করতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ ৪
'শঙ্করীগীতা' ৭৫
শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২১
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ধর্ম্মসভা ১৫০
শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য, বীরনগর—বিদুষী কন্যা ৮
শারদীয় পূজা ৯২, ১৩৭, ১৩৮, ২০৯
শিবচন্দ্র ঘোষ—'বত্রিশ সিংহাসন' ৬০
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'পুরাণবোধন্দীপন' ৬৩
শিবচন্দ্র দাস ১২১
—ধর্ম্মসভা ১৫১
শিবচন্দ্র দেব ২৯
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মৃত্যু ১৯৪
শিবচন্দ্র রায় (রাজা), মহারাজা সুখময় রায়ের চতুর্থ পুত্র—মৃত্যু ১২৯
শিবচরণ ঠাকুর—গৌড়ীয় সমাজ ১২
—ধর্ম্মসভা ১৫১
শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি—নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাঠী ১৬, ৩৪
শিবনারায়ণ ঘোষ ১২০
—ধর্ম্মসভা ১৫১
শিবনারায়ণ দে—ধর্ম্মসভা ১৫১
শিবনারায়ণ রায়—গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৮৫
শিবপ্রসাদ শর্ম্মা ১৬৮
শুড়ো লিথোগ্রাফিক প্রেস ৭৩
'শৃঙ্গারতিলক'—রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ৬৪

শ্যামচাঁদ দাস—ধর্ম্মসভা ১৫২
শ্যামাসুন্দরী—বিদুষী ৭
শ্রাদ্ধ ১৫৬, ১৫৭
শ্রীকণ্ঠ রায়, চাঁচড়া, যশোহর ১২৪
শ্রীক্ষেত্র—নিষ্কর করার সঙ্কল্প ১৬৬
'শ্রীভগবদ্গীতা' ৫৪
শ্রীমন্ত রায়—'ভগবতীগীতা' এবং তাহার ভাষা ৬১
শ্রীরামপুর কলেজ ২৪, ২৫
শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা ৬৫
শ্রীরামপুরের ব্যাঙ্ক ১০৫
শ্রীরামেশ্বর বন্দোপাধ্যায়—'চাণক্যশ্লোক' ৬৪

ষ্টুয়ার্ট সাহেব,—বর্দ্ধমানের পাঠশালা ৪, ৫, ২৩
ষ্ট্যাম্প আইন ১২১, ১২২

সং ৯৩, ৯৪
'সংসারসার' ৭৫
সংস্কৃত কলেজ ১৮-২২
সংস্কৃত যন্ত্রালয়—কোম্পানীর কলেজ ১৯৩
সক, মেজর—কলিকাতার নক্সা ১৯৩
সখের কবিতার বৃত্তান্ত—রূপনারায়ণ ঘোষালের বাটী ৯৭
সঞ্চয় ভাণ্ডার ১১২
'সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' ৬৭
'সমস্ত্ল আখবার'—মথুরামোহন মিত্র ৭৬
'সমাচার চন্দ্রিকা' ৪৩, ৭৬, ১৯৭
'সমাচারদর্পণ' ৪৩, ৭৬, ৭৭, ১৬৯
'সম্বাদ কৌমুদী' ৭৬, ১৯৭
'সম্বাদ তিমিরনাশক' ৭৬, ১৯৭
'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহারদর্পণ' ৬৯
'সর্ব্বার্কচিন্তামণি' ৬৩
সহমরণ ১৪৫-১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩
সাময়িক পত্র ৭৫-৭৮
সামাজিক নক্সা ৮১-৮৪, ৮৭, ৮৮
সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা—তারকেশ্বর ১৪০
—বাগবাজার ১৪১
সুখময় রায়, মহারাজ ১২৯, ১৩০
—স্ত্রীর মৃত্যু ১৩
সুপ্রিম কোর্ট ১২২
—নূতন প্রেস আইন ১১৭
—মোকদ্দমায় ধনিগণের সর্ব্বনাশ ১১৫
সুর্ত্তির দুর্গোৎসব—শিবপুর ১৩৮
সূর্য্যকুমার ঠাকুর, খাজাঞ্চী, কমরশ্যল ব্যাঙ্ক ১০০
—মৃত্যু ১২৪
সেক্সপিয়র, হেনরি—হিন্দুকলেজ ৩০
সেরাজুদ্দিন আলি খাঁ, প্রধান কাজি, কলিকাতা—মৃত্যু ১৩০
'সেল্ফ গাইড'—ইংরেজী-বাংলা ৭৫
স্কুল-বুক-সোসাইটি, কলিকাতা ৩, ২৫, ৫-৫
স্কুল—ভবানীপুর ২৫
—শিমলা ১৯৪
স্কুল-সোসাইটি, কলিকাতা ৪-৬
স্ত্রীশিক্ষা ৭-১২
'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ৫৮
স্নানযাত্রা ১৩৬
'স্মৃতি'—ফেলিক্স কেরি ২৫

হংসেশ্বরী প্রতিমা, বাঁশবেড়িয়া ১৫৯
হটী বিদ্যালঙ্কার—বিদুষী ৭
হরচন্দ্র তর্কভূষণ—হাতীবাগানের চতুষ্পাঠী ১৭
হরচন্দ্র বসু—কবিতা-সঙ্গীত-সংগ্রাম ৯৯
হরচরণ ঘোষ ৩০
হরদেব মুখোপাধ্যায়, জনাই ১৪৩
হরনাথ তর্কভূষণ, ব্যাকরণ অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ১৯
—সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩
হরপ্রসাদ রায় ৪৫
হরমোহন বসু, হিন্দুকলেজের ছাত্র ৫
হরিদাস বসু—গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা ২৪
হরিদ্বারের মেলা ১৫৭
হরিনাথ রায়, কাসিমবাজার—বিবাহ ১৪১

হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, অধ্যাপক
    সংস্কৃত কলেজ ২০
হরিমোহন ঠাকুর ১২০, ১২১
    —অধ্যক্ষ, জেনরল ব্যাঙ্ক ১০৪
    —ধর্ম্মসভা ১৫০
    —ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ১০৬
হরিহর মুখোপাধ্যায় ২৯, ৩০
হরিহর ছত্রের মেলা ১৬১
হরু ঠাকুরের মৃত্যু ৯৭, ১৯২
হলহেড ৪৯
হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন্—আসাম বুরঞ্জি ১৯৬
হাজি সাহেবের সং—গুরুচরণ মল্লিকের বাটী ৯৪
হাসপাতাল—ধর্ম্মতলা ১০৪
হিন্দুকলেজ ২১, ২৬, ১৮৩
    —গৌড়ীয় সমাজের সভা ১২, ১১
    —নূতন বাটীতে প্রবেশ ২৮
    —বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ ৩০
    —বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৭
হিন্দু থিয়েটার—নন্দকুমার শেঠ ৯৫
'হিন্দু ল'—ম্যাকনটেন সাহেব ২০৫
হীরুবাবু, বর্দ্ধমান কলেজের দারোগা ২৩
হেয়ার, ডেবিড ৬
    —স্কুল-সোসাইটির বিদ্যার পরীক্ষা ৫
হ্যারিংটন—বিদ্যাবিষয়ক কমিটির
    অধিষ্ঠাতা ২৯
    —শ্রীক্ষেত্র ১৬৬

